Shiyader Dhormio Bissash

Abdullah bin Muhammad As-Salafi
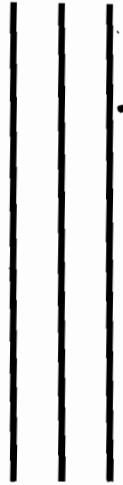
শী'আদের ধর্মীয় বিশ্বাস

আবদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ আস্ সালাফী

অনুবাদ

মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক

শী'আদের ধর্মীয় বিশ্বাস

আবদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ আস্ সালাফী

দঅনুবা

মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক

সূচী পত্র

অভিমত

শায়খ আল্লামা আবদুল আজীজ বিন আবদুল্লাহ্ বিন বা'য (রাহেমাহুল্লাহ্)
জেনারেল মুফতী ফাতাওয়া অধিদপ্তর ও প্রধান উচ্চ উলামা পরিষদ।
রাজকীয় সাউদী আরব।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

১০/২/১৪২৮হিজরী তারিখে প্রেরিত আপনার সংকলিত "শী'আহ্" নামক বিশেষ বইটি আমরা আদ্য-পান্ত পাঠ করেছি। অত্যন্ত চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ বই হিসেবেই দেখতে পেয়েছি। বইটি সাউদী আরব ও মধ্য প্রাচ্যে প্রচার ও প্রসারের উপযুক্ত।

আল্লাহর নিকট কামনা করি তিনি যেন এই বইটি দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন এবং আপনার প্রচেষ্টায় বরকত দান করেন।

ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

জেনারেল মুফতী ফাতাওয়া অধিদপ্তর ও প্রধান উচ্চ উলামা পরিষদ।
রাজকীয় সাউদী আরব।

অনুবাদকের আরয

إن الحمد لله نحمده ونصلى على رسوله الكريم

সাউদী আরবের নবীন ও প্রসিদ্ধ বক্তা এবং লেখক শায়খ আবদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মাদ আস্‌সালাফী স্বীয় "মিন আক্বাইদিশ্ শী'আহ্" নামক বইটিতে শী'আহ্ মাযহাবের নিকট প্রমাণ্য ও গ্রহণ যোগ্য গ্রন্থ সমূহ হতে এবং তাদের অনুসরণীয় ইমাম ও নেতাদের বক্তব্য দ্বারা তাদের আসল ধর্মীয় বিশ্বাস অতি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন যা স্পষ্ট কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী যেমন নবী ও সাহাবীদের প্রতি ঘৃণাত্মক বিদ্বেষ, কুরআন শরীফ বিকৃত করণ, হাসান-হুসাইন, ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহুম, কারবালা ও নাজাফ, আশুরার দিন ইত্যাদির প্রতি ভালবাসায় অতিরঞ্জন, তাদের ধোকাবাজী ও মুনাফিকি ইত্যাদি।

মাননীয় লেখক কোন ধরনের কটুক্তি ও আঘাত না করে শুধু পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্ বিরোধী বিষয়গুলি গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য নিস্কলুষ তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলিম সমাজের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ রেখেছেন।

ঐসব ভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাসের ভয়াবহতার বিষয়টি বাংলা ভাষাভাষী সাধারণ মুসলিম ভাইদেরকে অবহিত করা অতীব জরুরী ভেবেই **বন্ধুবর কামরুল ইসলাম** ভাই বইটি অনুবাদের জন্য আমাকে বিশেষভাবে আহ্বান জানান। আমার কর্ম জীবনের ব্যস্ততা থাকা সত্বেও মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেই অনুবাদের কাজ শুরু করি। অনুবাদের হাত অপরিপক্ক হওয়ায় অনুবাদ ও শব্দ বিন্যাসে ভুল-ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক।

বিজ্ঞ পাঠক মহলের দৃষ্টিতে কোন ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা উপকৃত হব এবং পরবর্তী সংস্করনে সংশোধনী পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

একজন পাঠকও উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ্।

সব শেষে মহান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করি তিনি যেন, এই খেদমতটুকু আমাদের ও আমাদের পিতা-মাতার পরকালীন নাজাতের উসীলা হিসেবে কবুল করেন।

মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক
রিয়াদ
০১/০১/২০১০ইং

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য অত:পর অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গি-সাথীদের উপর।

বইটি লেখার প্রধান কারণ হচ্ছে, মুসলিম বিশ্বে রাফেযীদের তাদের মাযহাবের প্রতি দাওয়াতের কাজকর্ম বেড়েই চলেছে। এই ভ্রান্ত দলের ভয়াবহতা ইসলাম ধর্মের উপর আসতে পারে। অনেক সাধারণ মুসলিম এই পথভ্রষ্ট দলের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত নয় এবং এদের মধ্যে শির্ক, কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে দোষারোপ ও সন্দিহান, সাহাবাকেরামের ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা এবং ইমামগণের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে অতিরিক্ত সীমা লংঘন ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত করণ।

এই বইটি লিখতে ও এ সংক্রান্ত কিছু শংসয়ের জবাব প্রদান করতে দৃঢ সংকল্পবদ্ধ হই। উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ফযিলাতুশ শায়খ আল্লামা আবদুল্লাহ্ বিন আবদুর রহমান আল জিবরীন (রহ্ঃ) এর "আত্ তা'লিকাত আলা মাতানি লুম'আতিল ই'তেকাদ" নামক বইটি ও রাফেযী শী'আদের প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কিছু বই এবং আহলে সুন্নাতের সালাফে সালেহীন ও পরবর্তী কালের কিছু আলেম যারা শী'আদের প্রতিরোধ করেছেন এবং শির্ক, মিথ্যারোপ, গালি-গালাজ, দোষারোপ, সমালোচনা ও ভালবাসার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সীমা লংঘণ এর উপর প্রতিষ্ঠিত এই ভ্রান্ত মাযহাব এর আক্বীদা বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করেছেন তাদের কিছু বই এর সহযোগিতা গ্রহণ করি।

এই ছোট্ট বইটিতে রাফেযীদের নিকট নির্ভরযোগ্য কিছু গ্রন্থ ও লেখনির আলোকে অত্যন্ত বিনয়ী ভাষায় তাদেরকে দ্বীন শেখাতে চেষ্টা করেছি। যেমন শায়খ ইবরাহীম বিন সুলাইমান আল

জাবহান (রহ্ঃ) বলেন, "হে শী'আহ্ তোমার দ্বারাই তোমাকে দ্বীন শেখাব"।

সব শেষে মহান আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থণা করি তিনি যেন এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা দ্বারা চক্ষুস্মানদের কিছু উপকার সাধিত করেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

"নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে যার কাছে অন্তকরণ আছে অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে।"[১]

এই বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা আমার সাথে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং তাদের এই কর্মের উত্তম বিনিময় মহান আল্লাহর নিকট কামনা করছি।

ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবীইনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহী ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম।

[১]. সুরা কাফ-৩৭

Goto List

রাফেযী (শী'আহ্) সম্প্রদায়ের প্রকাশ কাল

আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক ইয়াহুদী যখন ইসলামের দাবী করেছিল, আলে বায়ত এর প্রতি ভালবাসার দাবীদার হয়েছিল এবং আলী রাযিআল্লাহু আনহু এর প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং আলী রাযিআল্লাহু আনহু কে (প্রথম) খেলাফতের অছিয়ত করা হয়েছে বলে দাবী করেছিল অত:পর আলী রাযিআল্লাহু আনহু কে ইলাহ্ এর স্থানে পৌঁছে দিয়েছিল তখন থেকেই রাফেযী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এসব দাবী ও উক্তির স্বীকারোক্তি শী'আহ্ সম্প্রদায়ের কিতাবেই প্রমাণিত রয়েছে।

আল কুম্মী তার "আল মাকালাত ওয়াল ফিরাক" নামক গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা এর বাস্তবতা স্বীকার করে এবং তাকেই প্রথম আলী রাযিআল্লাহু আনহু এর ইমামতের দাবীদার হিসেবে গণ্য করে, আবু বকর, উমার, উছমান রাযিআল্লাহু আনহু সহ সমস্ত সাহাবাদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ প্রকাশ করে।[১]

নওবাখতী তার "ফিরাকুশ শী'আহ্" নামক গ্রন্থেও অনুরূপ বলেন।[২]

অনুরূপ কথাই কিশ্‌শি তার "রিজালুল কিশ্‌শি" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বলেন।[৩]

অনুরূপভাবে বর্তমান যুগের শী'আহ্ মুহাম্মাদ আলী আল-মু'আল্লেম তার "আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা আল- হাক্বীক্বাতুল

---

১. আল কুম্মী: আল মাকালাত ওযাল ফিরাক-পৃ: ১০-২১

২. নওবাখতী: ফিরাকুল শী'আ-পৃ:-১৯-২০

৩. কিশশি ইবনে সাবা এর উদ্ধৃতিতে তার আক্বীদা বিশ্বাস একাধিক বর্ণনা পেশ করেছেন। দেখুন, "রিজালুল কিশশি" পৃ:১০৬-১০৮ নং-১৭০,১৭১,১৭২,১৭৩,১৭৪।

মাজহুলাহ্"[১] নামক কিতাবে আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা এর বাস্তবতা তুলে ধরেন। এরা সকলই রাফেযী মাযহাবের এক একজন বড় বড় শায়খ বা পন্ডিত।

আল বাগদাদী বলেন, "সাবাইয়াহ্গণ হচ্ছে; আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা এর অনুসারী। এই আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা-ই আলী রাযিআল্লাহু আনহু এর প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘণ করে এবং আলী রাযিআল্লাহু আনহু কে নবী বলেও ধারনা করে, শুধু এতেই সীমিত নয় বরং শেষ পর্যন্ত তাঁকে আল্লাহ্ বলেও মনে করে"।

আল বাগদাদী আরো বলেন, "ইবনে সাওদা অর্থাৎ ইবনে সাবা আসলে ইয়াহুদী ছিল, কুফাবাসীদের নিকট তার নেতৃত্ব ও মার্কেট লাভের উদ্দেশ্যে সে এক পর্যায়ে নিজেকে মুসলিম বলে জাহির করে। তাওরাত কিতাবে প্রত্যেক নবীর জন্য একজন ওয়াছী এবং আলী রাযিআল্লাহু আনহু নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়াছী হিসেবে পেয়েছে বলে সে কুফাবাসীদের নিকট বর্ণনা করে। সাহরাস্তানী ইবনে সাবা এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, সেই সর্ব প্রথম আলী রাযিআল্লাহু আনহু এর ইমামতের দাবী প্রকাশ করে। সাবাইয়াহ্ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন যে, এটি এমন একটি ফির্কা যারা প্রথ গায়বাত ও রাজা'আতের বিষয়ে স্থায়ী থাকার কথা বলে। অত:পর শী'আরা একাধিক ফির্কা ও মতানৈক্যের ভিত্তিতেও এই কথার উত্তরাধিকারী হয়। আলী রাযিআল্লাহু আনহু ইমামত ও খেলাফতের ব্যাপারে দলীল ও অছীয়ত এর কথা, এগুলি সবই

[১]. একজন শী'আহ্ মুরতাযা আল আসকারী "আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা ওয়া আসাতির উখরা" নাকম গ্রন্থটি লেখেন এতে তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে সাবা এর ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করেন। ফলে এর জবাবে তিনি উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন।

ইবনে সাবা এর ত্যাক্ত কথা। এরপর শী'আরা অসংখ্য দল ও মতে বিভক্ত হয়ে যায়।

এভাবেই আলী রাযিআল্লাহু আনহু এর অছীয়তের ব্যাপারে শুধু নয় বরং ইমামদের ইলাহ হওয়ার ব্যাপারেও ইয়াহুদী ইবনে সাবা এর অনুসারী হয়ে শী'আদের উৎপত্তি হয়।[১]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর আর তোমাদের মধ্যকার কর্তৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিগণের; যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ্ এবং রাসূলের (নির্দেশের) দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক; এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম মর্মকথা।" (সূরা নিসা—৫৯)

---

[১]. লালকায়ী: উছুলু এ'তেক্বাদি আহলিস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ্ (১/২২-২৩)

শী'আদেরকে রাফেযী নাম করণের কারণ

এই নাম করণ তাদেরই শায়খ মাজলেসী স্বীয় "বেহারুল আনওয়ার" নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। অনুচ্ছেদ: 'রাফেযার ফযিলত ও এই নামে নাম করনের প্রশংসা' অত:পর সুলাইমান আল আ'মাশ থেকে উল্লেখ করেন, তিনি বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ্ জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ এর নিকট প্রবেশ করে বলি, আপনার জন্য আমাকে উৎসর্গ করেছি; মানুষে আমাদেরকে রাওয়াফেয (রাফেযী এর বহু বচন) বলে, অতএব রাওয়াফেয কি? তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তারা এ নাম করণ করেনি বরং আল্লাহ্ মুসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম এর ভাষায় তাওরাত ও ইনজিলে তোমাদের এ নাম করণ করেন।[১]

আরো বলা হয়ে থাকে যে, তাদেরকে রাফেযাহ্ নাম করণ করা হয় এ জন্য যে, যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইনের নিকট বলে, আমাদেরকে আবু বকর ও উমার রাযিআল্লাহু আনহুমা হতে মুক্ত করুন, যেন আমরা আপনার সাথে হতে পারি। তিনি বলেন, তারা দুজন তো আমার দাদার সঙ্গি আমি তাদের দুজনকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করি। তখন তারা বলে, "তাহলে আমরা আপনাকে বর্জন করব।" অত:পর সেখান থেকেই তাদেরকে রাফেযাহ্ (বর্জনকারী) নাম করণ করা হয়। আর যে তার বায়'আত করে ও যায়েদীয়ার সাথে ঐক্যমত পোষন করে তাদেরকেই এ নামে নাম করণ করা হয়।[২]

---

১. দেখুন, আল মাজলেসী: বেহারুল আনওয়ার-৬৫/৯৭ (এটি তাদের পরবর্তী কালের একটি প্রমাণ পঞ্জি)

২. শায়খ আল আল্লামা আবদুল্লাহ আল জিবরিন রাহেমাহুল্লাহ্: আত-তা'লিকাত আলা মাতানিল ই'তেকাদ-পৃ:১০৮।

আরো বলা হয়ে থাকে যে, আবু বকর ও উমার রাযিআল্লাহু আনহু এর ইমামাতকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে রাফেযী নাম করণ করা হয়।[১]

আরো বলা হয়ে থাকে যে, তাদের দ্বীন ত্যাগ করার কারনে তাদেরকে এ নামে নাম করণ করা হয়"।[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম বলেন, "আমার সুন্নাত ও আমার হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য, এই সুন্নাতকে তোমরা হাতে-দাঁতে দৃঢ়ভাবে ধারন করবে। আর সাবধান! ইসলামী শরীয়তে তোমরা নতুন কিছু আবিস্কার করবে না, কেননা প্রত্যেক নব আবিস্কৃতই হচ্ছে বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই হচ্ছে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট।"

(আহমাদ, আবু দাঊদ,তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ্)

---

[১]. দেখুন: মহিউদ্দীন আবদুল হামীদ হামেশ: মাকালাতিল ইসলামিইন; (১/৮৯)

[২]. মাকালাতিল ইসলামিইন (১/৮৯)

রাফেযী সম্প্রদায় কত দলে বিভক্ত?

"দায়েরাতুল মা'আরেফ" নামক কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, "প্রসিদ্ধ তেহাত্তর দলের চাইতেও শী'আদের দল উপদলের সংখ্যা আরো বেশী" ।[১]

শুধু তাই নয় বরং প্রসিদ্ধ রাফেযী মীর বাকের আল দামাম[২] এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, হাদীসে বর্ণিত তেহাত্তর দল হচ্ছে; সবগুলিই শী'আহ্ সম্প্রদায় আর এদের মধ্যে মুক্তি প্রাপ্ত দল হচ্ছে; ইমামিয়াহ্ (ইমামিয়াহ্ শী'আদেরই একটি দল)।

মুকরেযী বর্ণনা করেন যে, তাদের দলের সংখ্যা তিনশ'তে পৌঁছে গেছে।[৩]

শাহ্রস্তানী বলেন, " রাফেযীরা পাঁচ দলে বিভক্ত: (১) আল কিসানিয়াহ্ (২) আল যায়দিয়াহ্ (৩) আল ইমামিয়াহ্ (৪) আল গালিয়াহ্ (৫) আল ইসমাঈলিয়াহ্।"[৪]

বাগদাদী বলেন, " আলী (রা:) এর যুগের পরে রাফেযীরা চার ভাগে বিভক্ত হয়েছে: (১) যায়দিয়াহ্ (২) ইমামিয়াহ্ (৩) কিসানিয়াহ্ (৪) গুলাত।[৫] এও মন্তব্য করেন যে, যায়দিয়াহ্ রাফেযী ফিরকার অন্তর্ভূক্ত নয়।

---

[১]. দায়েরাতুল মা'আরেফ (৪/৬৭)

[২].তিনি হচ্ছেন; মুহাম্মাদ বাকের বিন মুহাম্মাদ আল ইস্তেরাবাদী, মীর দামাম নামেই প্রসিদ্ধ। ১০৪১ সনে মৃত্যু বরণ করেন। তার জীবনী দেখুন:আব্বাস আল কুম্মি: 'আল কুনা ওয়াল আলকাব'-২/২২৬।

[৩] . আল মুকরেযী: আল খুতাত: (২/৩৫১)

[৪]. শাহ্রস্তানী: আল মিলাল ওয়ান নিহাল পৃ:১৪৭।

[৫] . বাগদাদী: আল ফারকু বায়নাল ফেরাকে পৃ: ৪১।

"আল বাদাআ" সম্পর্কে কিরূপ আক্বীদা-বিশ্বাস হওয়া দরকার?

আল 'বাদাআ' অর্থ হচ্ছে; গোপন থাকার পর জ্ঞাত বা প্রকাশিত হওয়া। অথবা নতুন চিন্তার উদ্ভব হওয়া। 'বাদাআ' এর উল্লেখিত দু'টি অর্থের ভিত্তিতেই একটি বিষয় আবশ্যিক হয়ে যায় আর তা হচ্ছে; আগে অজ্ঞতা তারপর জ্ঞানের প্রকাশ ঘটা। উল্লেখিত দু'টি বিষয়ই মহান আল্লাহর শানে অস্বাভাবিক চিন্তা। তথাপিও রাফেযীরা এই 'বাদাআ'কে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে। (অর্থাৎ উক্ত বিষয়ে মহান আল্লাহ্ প্রথমে অজ্ঞ ছিলেন অত:পর সে বিষয়ে তাঁর নতুন চিন্তার সৃষ্টি হয়।) নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

রাইয়ান ইবনে সাল্ত হতে প্রমাণিত তিনি বলেন, আমি রেযাকে বলতে শুনেছি; তিনি বলেন, আল্লাহ্ প্রত্যেক নবীকেই মদ হারামের বিধান দিয়ে এবং আল্লাহর জন্য 'বাদাআ' এর স্বীকৃতি দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন।[১] আবু আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "বাদাআ এর ন্যায় আর কিছুতেই আল্লাহর এবাদত করা হয় না"।[২] অর্থাৎ 'বাদাআ'র প্রতি বিশ্বাসই আল্লাহর এবাদত। মহান আল্লাহ্ এরূপ সিফাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং বহু উর্ধে। হে মুসলিম মিল্লাত! ভেবে দেখুন, কিভাবে তারা আল্লাহর সাথে জাহালাত তথা অজ্ঞতাকে সম্পৃক্ত করছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾

---

[১].উসুলুল কাফী-৪০

[২]. আল কুলাইনী: উসুলুল কাফী; তাওহীদ অধ্যায়-(১/৩৩১)

"বলুন! গায়েব শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন, আসমান ও যমীনে যারা আছে তারা কেউ গায়েব জানে না..." ।[১]

অথচ এর বিপরীতে রাফেযীরা এ বিশ্বাস রাখে যে, তাদের ইমামগণ সমস্ত বিষয়েই জ্ঞান রাখেন তাদের নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস নিয়ে এসেছিলেন এসব কি তার অন্তর্ভূক্ত?!

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, " সুন্দর যত নাম সবই আল্লাহর জন্য। কাজেই তাঁকে ডাক ঐ সব নামের মাধ্যমে। যারা তাঁর নামের মধ্যে বিকৃতি ঘটায় তাদেরকে পরিত্যাগ কর। তারা যা করছে তার ফল তারা শীঘ্রই পাবে।" (সুরা আ'রাফ-১৮০)

[১]. সুরা আন্ নামাল-৬৫

আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে রাফেযীদের আক্বীদা-বিশ্বাস

রাফেযীরাই সর্ব প্রথম আল্লাহর ব্যাপারে জিস্ম (অবয়ব) এর কথা বলে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্ নির্ধারিত করে বলেন, রাফেযীদের মধ্যে আল্লাহর ব্যাপারে সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে সে হলো হিশাম ইবনুল হাকাম।[১] হিশাম ইবনে সালেম আল জাওয়ালিকি, ইউনুস ইবনে আবদুর রহমান আল কুম্মী এবং আবু জা'ফার আল আহ্ওয়াল।[২]

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই ইছনাই আশারিয়াহ্ দলের বড় বড় শায়খ বা পন্ডিত। অত:পর তারা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকারকারী জাহমিয়াহ্ দলে রূপান্তরিত হয়। যেমন আল্লাহর যে সমস্ত সিফাত আল্লাহ্ নিজে তার জন্য সাব্যস্ত করেছেন সে সমস্ত সিফাতকে অস্বীকার করে এরূপ বর্ণনা তাদের অনেক রয়েছে। ইবনে বাবওয়াইহ্ সত্তরেরও অধিক বর্ণনা উল্লেখ করেছে। তাতে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ্ কোন সময়, স্থান ও কোন প্রকার ধরন-গঠনের সাথে সম্পৃক্ত নন। অনুরূপভাবে কোন প্রকার হারাকাত তথা নড়াচড়া ও স্থানান্তর এর সাথেও তার কোন সম্পর্ক নেই এবং তার জিস্ম বা অবয়ব এরও কোন কিছু নেই। শুধু তাই নয়, না আছে কোন অনুভূতি এবং না আছে কোন প্রকার আকার-আকৃতি"।[৩]

কিতাব ও সুন্নাহ তথা পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করে তাদের পন্ডিতগণ ভ্রান্ত নীতিতে চলছে।

---

[১].শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্: মিনহাজুস্ সুন্নাহ্-(১/২০)

[২]. ই'তেকাদাত ফিরাকিল মুসলিমীনা ওয়াল মুশরিকীনা: পৃ-৯৭।

[৩] . ইবনে বাবওয়াইহ্: আত্-তাওহীদ, পৃ: ৫৭।

অনুরূপভাবে তারা আল্লাহ্ তা'আলার নুযুল তথা নীচের আসমানে অবতরণের কথাও অস্বীকার করে, আল্লাহর কুরআনকে মাখলুক বলে এবং পরকালে আল্লাহর সাক্ষাতকেও অস্বীকার করে। "বেহারুল আনওয়ার" নামক গ্রন্থে এসেছে যে, আবু আবদুল্লাহ্ জা'ফার আস্সাদেককে আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তা'আলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তাঁকে কি কিয়ামত দিবসে দেখা যাবে? জবাবে তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ তো এ থেকে অনেক উর্ধে, মানুষের চক্ষুতো শুধু তাই দেখতে পায় যার রং ও আকার-আকৃতি ও অবস্থান আছে। আর আল্লাহতো এসবের সৃষ্টিকারী। (অর্থাৎ আল্লাহ্ এসব থেকে মুক্ত)।[১]

তারা আরো বলেছে যে, যদি কেউ দেখা বা অনুরূপ কোন সিফাতকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যায়। যেমন তাদের পন্ডিত জা'ফার নাজাফীর[২] "কাশফুল গেতা'" নামক গ্রন্থে এসেছে।

জ্ঞাতব্য যে, الرؤية তথা আল্লাহকে দেখার বিষয়টি পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে কোন প্রকার সীমাবদ্ধতা ও নির্দিষ্ট কোন বিবরণ বা অবস্থা ছাড়াই সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ ﴾

অর্থ: "সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জল হবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে থাকবে।"[৩]

---

[১] .দেখুন. আল মাজলেসী: বেহারুল আনওয়ার-৪/৩১।

[২] . জা'ফার নাজাফী: কাশফুল গেতা'-৪১৭

[৩]. সুরা কিয়ামাহ্-২২-২৩

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে জারির ইবনে আবদুল্লাহ্ আল বাজালী রাযিআল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীস; তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়া সাল্লাম এর নিকট বসে ছিলাম, অত:পর তিনি সেই সময় চৌদ্দ তারিখের (পূর্ণিমার) উজ্জল চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলেন, " নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রভুকে অচিরেই সামনা-সামনি দেখবে যেমনভাবে আজকে তোমরা এই উজ্জল চন্দ্র দেখছো অথচ তাকে দেখতে তোমাদের কোন ভিড় হচ্ছে না" ।[১]

আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে আরো অনেক আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যা এখানে বর্ণনা করার স্থান নয়।[২]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, " সুন্দর যত নাম সবই আল্লাহর জন্য। কাজেই তাঁকে ডাক ঐ সব নামের মাধ্যমে। যারা তাঁর নামের মধ্যে বিকৃতি ঘটায় তাদেরকে পরিত্যাগ কর। তারা যা করছে তার ফল তারা শীঘ্রই পাবে।" (সুরা আ'রাফ–১৮০)

[১].সহীহ্ আল বুখারীঃ নং-(৫৪৪) ও সহীহ্ মুসলিম নং-(৬৩৩)

[২] . আরো দেখুনঃ দারাকুতনী, ও আল-লালকাই'র কিতাবুল ঈমানসহ আরো অন্যান্য গ্রন্থ।

আমাদের মাঝে বিদ্যমান কুরআন শরীফ সম্পর্কে রাফেযীদের ধর্মীয় বিশ্বাস কি?

আমাদের মাঝে বিদ্যমান কুরআন শরীফ যে কুরআন শরীফ হেফাযতের অঙ্গিকার আল্লাহ্ নিজে করেছেন সেই কুরআন শরীফ সম্পর্কে রাফেযীদের ধর্মীয় বিশ্বাস কি?

রাফেযীরাই বর্তমান যুগে "শী'আহ্" নামে পরিচিত। তারা বলেন যে, আমাদের নিকট যে কুরআন বিদ্যমান রয়েছে তা মূলত: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ কুরআন নয় কেননা এতে অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও কম-বেশী করা হয়েছে। শী'আদের জমহুর মুহাদ্দিসগণ এ বিশ্বাসও করে যে, কুরআন শরীফের মধ্যে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। একথা নুরী আত্-তাবারাসী স্বীয় "ফাসলুল খেতাব ফী তাহরীফে কিতাবি রাব্বিল আরবাব" নামক কিতাবে বর্ণনা করেন।[১]

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব আল কুলাইনী স্বীয় "উসূলুল কাফী" নামক গ্রন্থে 'ইমামগণ ব্যতীত পূর্ণ কুরআন শরীফ কেউ একত্রিত করেনি' অনুচ্ছেদ এ "জাবের হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু জা'ফারকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এ দাবী করবে যে, পূর্ণ কুরআন শরীফ আল্লাহ্ যেভাবে নাযিল করেছেন হুবহু সেভাবেই, সে একত্রিত করেছে তাহলে সে মিথ্যাবাদী, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ যেভাবে নাযিল করেছেন হুবহু সেভাবে আলী ইবনে আবী তালেব ও তৎপরবর্তী ইমামগণ ব্যতীত আর কেউ একত্রিত ও সংরক্ষণ করেনি "।[২]

---

[১]. দেখুন: হুসাইন বিন মুহাম্মাদ তাক্বী আন নুরী আত্-তাবারাসী: ফাসলুল খেতাব-পৃ-৩২

[২]. আল কুলাইনী: উসূলুল কাফী:১/২৮৪।

জাবের আবু জা'ফার হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, "আউছিয়া (ওছীয়তকৃত ব্যক্তি বর্গ) ব্যতীত কেউ এ দাবী করতে পারবে না যে, কুরআনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সম্পূর্ণই তার নিকট রয়েছে।"[১]

হিশাম ইবনে সালেম হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আবু আবদুল্লাহ বলেন, "যেই কুরআন জিবরীল আলাইহিস সাল্লাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিয়ে আসেন তা হচ্ছে; সতের হাজার আয়াত বিশিষ্ট"।[২] এর অর্থ এটাই প্রমাণিত হয় যে, রাফেযী (শী'আরা) যে কুরআন শরীফের দাবীদার তা সেই কুরআন শরীফ থেকে অনেক বেশী যে কুরআন শরীফ সংরক্ষনের দায়িত্বভার স্বয়ং আল্লাহ্ নিজে তিনবার গ্রহণ করেছেন অর্থৎ যে কুরআন শরীফ বর্তমানে আমাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ্ মিনহুম)

আহমাদ ত্বাবারাসী স্বীয় "আল ইহ্তেজাজ" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, উমার রাযিআল্লাহু আনহু যায়েদ বিন ছাবেত রাযিআল্লাহু আনহুকে বলেন, নিশ্চয় আলী রাযিআল্লাহু আনহু যে কুরআন নিয়ে এসেছে তাতে আনছার ও মুহাজিরদের ফাযিহাহ্ অর্থাৎ দোষত্রুটি প্রকাশ করা হয়েছে। এর বিপরীতে আমরা এমন এক কুরআন সংকলন করার ইচ্ছা করছি যা থেকে আনছার ও মুহাজিরদের ব্যাপারে সকল প্রকার (ফাযিহাহ্) দোষত্রুটি মোচন করা হবে। তার এ কথার প্রতি যায়েদ

---

[১] . আল কুলাইনী: উসূলুল কাফী: ১/২৮৫।

[২] . আল কুলাইনী: উসূলুল কাফী:২/৬৩৪।

তাদের শায়খ আল মাজলেসী স্বীয় "মিরআতুল উকুল " নামক গ্রন্থে এই বর্ণনাটিকে নির্ভরযোগ্য স্বীর করে বলেন, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য, অত:পর বলেন, খবরটি বিশুদ্ধ, কুরআন শরীফ অসম্পূর্ণ ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি এবং অনুরূপ আরো অনেক বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট খবর রয়েছে। আর এ অনুচ্ছেদে এরূপ খবর সমূহ আমার নিকট মুতাওয়াতির এর পর্যায়ভুক্ত। "মিরআতুল উকুল"১২/৫২৫।

রাযিআল্লাহু আনহু সমর্থন জানিয়ে বলেন, আমি যদি আপনার চাহিদা অনুযায়ী কুরআন সংকলন সম্পন্ন করি আর আলী রাযিআল্লাহু আনহু যে কুরআন সংকলন করেছেন তা যদি তার নিকট প্রকাশ পায় তাহলে আপনি যা সম্পন্ন করলেন তা কি তিনি বাতিল করে দিবেন না? উমার রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, তাহলে এ থেকে বাঁচার উপায় (হিলা) কি? যায়েদ রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, উপায় (হিলা) সম্পর্কে আপনি-ই ভাল জানেন, উমার রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, তাকে হত্যা করে তার থেকে নিরাপদ হওয়া ছাড়া আর কোন (হিলা) উপায় নেই, অত:পর খালেদ ইবনুল ওয়ালিদের হাতে তাকে হত্যার চেষ্টা করে কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়।

উমার রাযিআল্লাহু আনহু যখন খলিফা নিযুক্ত হন তখন আলী রাযিআল্লাহু আনহুকে এই মর্মে জিজ্ঞেস করেন যে, তাদের নিকট যেন কুরআন পেশ করে তাহলে তাদের নিকট যে কুরআন রয়েছে তাতে কিছু তাহরীফ তথা পরিবর্তণ পরিবর্ধন করবে। উমার রাযিআল্লাহু আনহু বলেন. হে আবুল হাসান! যেই কুরআন আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু এর সেই কুরআন যদি আমাদের নিকট পেশ করেন তাহলে আমরা তাতে ঐক্যমত হতে পারি। আলী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, হায় আফসোস! এরূপ করার কোন পথ নেই। আমি তো আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু এর নিকট এজন্য তা পেশ করেছিলাম যে, তা যেন আপনাদের উপর প্রমাণ সাব্যস্ত হয়, আপনারা কিয়ামত দিবসে যেন এ কথা না বলেন যে,

إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ

অর্থ: "আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম..." ।[১]
আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا

অর্থ: " আপনি আমাদের নিকট আসার পরও... .." ।[২]
নিশ্চয় এ কুরআন আমার সন্তানের মধ্যে আউছিয়া (যাদেরকে ওছীয়ত করা হয়েছে) ও পবিত্ররা ব্যতীত আর কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। অত:পর উমার রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, অতএব এটা প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় আছে কি? আলী রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, হ্যাঁ! যখন আমার সন্তানদের মধ্য হতে কেউ দন্ডায়মান হবে তখন তা প্রকাশ করা হবে আর মানুষকে তার উপরই বহন করা হবে।
তুকইয়া তথা কৌশল ও বাহানা করা বৈধ এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েই শী'আহ্গণ কুরআন শরীফে পরিবর্তনকারী নয় এবং এ থেকে তারা মুক্ত বলে যতই জাহির করুক না কেন? মূলত তাদের বিশ্বাস অনুরূপ নয় কেননা তাদের বিশ্বস্ত আলেমদের লিখিত গ্রন্থে শত দলীল বিদ্যমান রয়েছে তাতেই প্রমাণিত হয় যে, তারা কুরআন শরীফ পরিবর্তনে বিশ্বাসী এবং এ কথার উপরই তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু কুরআন শরীফের ব্যাপারে তাদের এই ভ্রান্ত আক্বীদা বিশ্বাসের বিপরীতে বিপ্লব ঘটুক তা তারা পছন্দ করেন না।
এরপর বাকি থাকে তাদের আরেকটি বিশ্বাসের কথা তা হচ্ছে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দু'টি কুরআন শরীফ রয়েছে তম্মধ্যে একটি হচ্ছে প্রকাশ্য (যা বর্তমানে বিদ্যমান) অপরটি হচ্ছে,

---

[১] . সুরা আ'রাফ-১৭২
[২] . সুরা আ'রাফ-১২৯

অপ্রকাশ্য তাদের জন্য খাছ আর তারই একটি সুরার নাম হচ্ছে, সুরা আল বেলাইয়াহ্।

রাফেযী শী'আগণ একথাও বিশ্বাস করেন যে, কুরআন শরীফের সুরা আলাম নাশরাহ্ থেকে

ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك

"এবং তোমার জামাতা আলীর দ্বারা আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি" আয়াতটি বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। যা নুরী আত্-ত্ববারাসী স্বীয় "ফাসলুল খিতাব ফী তাহরীফে কিতাবে রাব্বিল আরবাব" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১]

তাদের এ কথা জানা রয়েছে যে, এই সুরাটি মক্কী সুরার অন্তর্ভূক্ত এবং আলী রাযিআল্লাহু আনহু মক্কায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামাতা ছিলেন না তথাপিও তাদের এই ভ্রান্ত ধারনার কারণে তারা মোটেও লজ্জিত হয় না।

[১] .নুরী আত্-ত্ববারাসীঃ ফাসলুল খিতাব ফী তাহরীফে কিতাবে রাব্বিল আরবাব-৩৪৭

সাহাবীদের ব্যাপারে রাফেযী শী'আদের ধর্মীয় বিশ্বাস কি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের গালি-গালাজ করা ও কাফের বলাই হচ্ছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। যেমন আল কুলাইনী স্বীয় 'ফুরু' আল কাফী' নাম কিতাবে জা'ফার এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পরে তিন ব্যক্তি ব্যতীত সমস্ত মানুষই মুরতাদ ছিল, আমি বললাম, ঐ তিনজন কারা? জবাবে বলেন, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ, আবু যর গিফারী ও সালমান ফারেসী রাযিআল্লাহু আনহু"।[১]

আল মাজলেসী স্বীয় 'বেহারুল আনওয়ার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, আলী ইবনুল হুসাইনের গোলাম বলেন, "আমি একদা একাকিত্ব অবস্থায় তার সাথে ছিলাম, অতঃপর আমি তাকে বললাম, নিশ্চয় আপনার প্রতি আমার অধিকার রয়েছে, আপনি কি আমাকে দুই ব্যক্তি তথা আবু বকর ও ওমার সম্পর্কে অবহিত করবেন? তিনি বলেন, তারা দুজনই কাফের এবং যারা তাদেরকে ভালবাসবে তারাও কাফের"।

আবু হামযাহ্ আল সেমালী হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আলী ইবনে হুসাইনকে তাদের দু'জন (আবু বকর ও ওমার রাযিআল্লাহু আনহুমা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তারা দুজনই কাফের এবং যারা তাদেরকে ওলী হিসেবে গ্রহণ করবে তারাও কাফের"।[২]

---

[১]. আল কুলাইনী: ফুরু' আল কাফী-১১৫

[২].আল মাজলেসী: বেহারুল আনওয়ার-২৯/১৩৭-১৩৮, এখানে একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া অতীব জরুরী যে, আলী ইবনুল হুসাইন ও আহলুল বায়ত সকলেই এরূপ মিথ্যা ধারনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। আল্লাহ এই রাফেযীদের হেদায়েত দান করুন।

আল্লাহ তা'আলার বানী

وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيِ

"আর নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমা লংঘন "।[১]

আল্লাহ্ তা'আলার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল কুম্মী বলেন, "ফাহশা (অশ্লীল) অর্থ আবু বকর, মুনাকার (অসৎকার্য) অর্থ ওমার এবং বাগী (সীমা লংঘন) অর্থ উছমান"।[২]

আল মাজলেসী স্বীয় 'বেহারুল আনওয়ার' নামক গ্রন্থে বলে, আবু বকর ও ওমার এর কুফরীর ও তাদেরকে লা'নত তথা অভিসম্পাৎ করা এবং তাদের থেকে মুক্ত ও বিরত থাকার ব্যাপারে খবর ও দলীল-প্রমাণ অসংখ্য রয়েছে তা উল্লেখ করতে একাধিক ভলিউমের প্রয়োজন হবে তবে এখানে যা উল্লেখ করলাম তা যদি কেউ আল্লাহর সরল পথের হেদায়েত কামনা করে তাহলে এগুলিই তার জন্য যথেষ্ট হবে।[৩]

উক্ত গ্রন্থে আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে তম্মধ্যে একটি এরূপ আছে যে, আবু বকর, ওমার, উছমান ও মু'আবিয়াহ্ রাযিআল্লাহু আনহুম এরা সকলেই জাহান্নামের জ্বালানী কাষ্ঠ। নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক।[৪]

"এহ্কাকুল হক" নামক কিতাবে তারা আরো বলে, "হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের বংশধরের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করো আর কুরাইশের দুই তাগুত ও মূর্তী এবং তাদের দুই কন্যার উপর তোমার লা'নত বর্ষণ করো.. ..।[৫] তাগুত ও মূর্তী

---

[১]. সুরা আন নাহ্‌ল-৯০

[২]. তাফসীর আল কুম্মী-১/৩৯০

[৩]. আল মাজলেসী: বেহারুল আনওয়ার ৩০/২৩৬,

[৪]. আল মাজলেসী: বেহারুল আনওয়ার ৩০/২৩৬,

[৫]. আল মারআশী: এহকাকুল হক:১/৩৩৭, হে প্রিয় পাঠক! এবিষয়ে বক্ষমান কিতাবে শেষাংশে দেখুন।

বলতে তারা আবু বকর ও ওমার রাযিআল্লাহু আনহু এবং তাদের দুই কন্যা আয়েশা ও হাফছাকে রাযিআল্লাহু আনহুমা বুঝিয়ে থাকে।

আল মাজলেসী তার 'আল আকায়েদ' নামক পুস্তিকায় উল্লেখ করে বলে, ইমামিয়াহ্ দ্বীনের জন্য যে সব বিষয় জরুরী তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; কন্ট্রাক্ট বিবাহ হালাল, তামাত্তু' হজ্জ এবং তিনজন (আবু বকর, ওমার ও উছমান রাযিআল্লাহু আনহুম) এবং মু'আবিয়াহ্, ইয়াযিদ ইবনে মু'আবিয়াহ্ ও ঐসব ব্যক্তি যারা আমীরুল মু'মিনীন আলী রাযিআল্লাহু আনুহ এর সাথে লড়াই করে তাদের থেকে বিরত ও মুক্ত থাকা।[১]

আশুরার দিনে তারা একটি কুকুর নিয়ে আসে এবং কুকুরের নাম করণ করে ওমার অত:পর তারা কুকুরটির উপর লাঠির আঘাত ও কংকর নিক্ষেপ করতে থাকে যতক্ষণ না মরে। কুকুরটি মারা যাওয়ার পর একটি বকরি ছানা নিয়ে আসে এবং তার নাম রাখে আয়েশা অত:পর ঐ বকরি ছানার লোম উপড়াতে ও জুতা দ্বারা আঘাত করতে থাকে, বকরি ছানাটি না মরা পর্যন্ত এরূপ আঘাত করতেই থাকে।[২]

অনুরূপভাবে ওমার রাযিআল্লাহু আনহু এর শাহাদাত দিবসে তারা আনন্দ অনুষ্ঠান পালন করে এবং তাঁর হত্যাকারীকে **'বাবা শুজাউদ্দীন'** বা 'বাবা ধর্মীয় বীর' নামে খেতাব দেয়।[৩] আল্লাহ্ তা'আলা সকল সাহাবা ও উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

---

১ .আল মাজলেসী: রেসালাতুল আকাইদ-৫৮

২. শায়খ ইবরাহীম আল জাবহান রাহেমাহুল্লাহু: তাবদীলূল যুলাম ওয়া তানবীহুন নিয়াম-২৭

৩. আল কুনা ওয়াল আলকাব: আব্বাস আল কুম্মী-২/৫৫

ভেবে দেখুন হে মুসলিম সমাজ! কত হিংসা পরায়ণ ও কত জঘন্য নীতির অধিকারী দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়া এই দল, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যাদের প্রশংসা করেছেন যারা নবীদের পরে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যাদের ন্যায়পরায়ণতা ও ফযিলতের ব্যাপারে মুসলিম উম্মত ঐক্যমত এবং তাদের কল্যাণকর কাজে অগ্রগামীতা এবং ইসলামী জিহাদে অংশ গ্রহনের বাস্তবতা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় তথাপিও তাদের ব্যাপারে এই ভ্রান্ত পথভ্রষ্ঠ দলটি কি বলে একটু ভেবে দেখুন!।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমরা ভালবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন করা হতে সাবধান থাকবে কেননা এ সীমা লংঘনই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে।" (মুসনাদ আহমাদ ও ইবনু মাজাহ্)

ইয়াহুদী এবং রাফেযী শী'আদের মধ্যে সমতা

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্ বলেন, "তাদের মধ্যে যে সাম্য তথা মিল রয়েছে তার নিদর্শন হচ্ছে নিম্নরূপ, ইয়াহুদগণ বলে যে, দাউদের বংশধর ছাড়া আর কারো জন্য বাদশাহী করা শোভনীয় নয়, আর রাফেযী শী'আরা বলে, আলী রাযিআল্লাহু আনহু এর সন্তানগণ ব্যতীত আর কারো জন্য ইমামত বৈধ নয়। ইয়াহুদীগণ বলে, মাসিহিদ দাজ্জালের আবির্ভাব এবং তরবারী অবতীর্ণ ছাড়া জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ নেই, আর রাফেযীরা বলে, মাহদীর আগমন ও আসমানী আহ্বান ছাড়া জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ নেই।

ইয়াহুদীরা আসমানে তারকারাজী উজ্জল না হওয়া পর্যন্ত সালাত ডিলে বা বিলম্ব করে থাকে অনুরূপভাবে রাফেযীরাও মাগরিব সালাত বিলম্ব করে আসমানে তারকারাজী স্পষ্ট উজ্জল না হওয়া পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যায়। অথচ হাদীসের ভাষ্য এর বিপরীতরূপ:

لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.

"আমার উম্মত যতক্ষণ পর্যন্ত মাগরিব সালাত বিলম্ব করে আসমানে তারকারাজী স্পষ্ট উজ্জল না হওয়া পর্যন্ত নিয়ে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী ফিৎরাতের উপরই বিদ্যমান থাকবে।"[১]

ইয়াহুদীরা তাওরাতে পরিবর্তণ এনেছে আর রাফেযীরা কুরআন শরীফে পরিবর্তন করেছে। ইয়াহুদীরা মোজার উপরে মাসাহ্

[১]. ইমাম আহমাদ ৪/১৪৭, ৫/৪১৭, ৪২২, আবু দাউদ (৪১৮), ইবনু মাজাহ্ (৬৮৯) , যাওয়ায়েদে: সনদ হাসান।

করা বৈধ মনে করে না অনুরূপভাবে রাফেযীরাও মোজার উপর মাসাহ্ করা বৈধ মনে করে না।

ইয়াহুদীরা ঘৃণা পোষন করে বলে থাকে যে, ফেরেশ্তাদের মধ্য হতে আমাদের শত্রু হচ্ছে, জিবরীল অনুরূপভাবে রাফেযীরাও বলে যে, জিবরীল ভুল করে ওহী নাযিল করেছে মুহাম্মাদ এর উপর।[১]

রাফেযীরা নাসারাদের সাথে আরো বেশ কিছু বিষয়ে মিল রাখে যেমন নাসারাদের মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর নেই বরং যা দেয় তা ব্যবহারের বিনিময় হিসেবে দেয় অর্থাৎ স্ত্রী নিকট হতে যে ফায়েদা গ্রহণ করে তারই বিনিময় হিসেবে গণ্য যেমন রাফেযীরা মুত'আহ্ বিবাহ (Contract marriage) করে এবং প্রদত্ত অর্থ বিনিময় মূল্য হিসেবে গণ্য করে মোহর হিসেবে নয়।

ইয়াহুদী ও নাসারাগণ রাফেযীদের অপেক্ষা দুটি বিষয়ে উৎকৃষ্ট, ইয়াহুদীদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তোমাদের মিল্লাতের মধ্যে কে উত্তম? তারা বলেছিল যে, মুসার সঙ্গি-সাথীগণ। অনুরূপভাবে নাসারাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তোমাদের মিল্লাতের মধ্যে কে উত্তম? তারা বলেছিল, ঈসার

---

[১]. গুরাবিয়া নামক আরেকটি দল আছে তারা বলে যে, জিবরীল হচ্ছে, খেয়ানতকারী সে ওহী নাযিল করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অথচ রেসালাত পাওয়ার অধিক হকদার ছিল আলী ইবনে আবি তালেব রাযিআল্লাহু আনহু। এ জন্যই তারা বলে, "খেয়ানত করেছে আমীন তথা জিবরীল আর হায়দার তথা আলীকে রেসালাত থেকে বঞ্চিত করেছে"।
হে মুসলিম মিল্লাত! দেখুন কিভাবে তারা জিবরীল আমীন এর প্রতি খেয়ানতের অপবাদ দিচ্ছে অথচ আল্লাহ্ তাকে আমানতদারীর গুনে ভূষিত করেছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন, نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ "জিবরীল আমীন এটা নিয়ে অবতরণ করেছে।" তিনি আরো বলেন, مُّطَاعٖ ثَمَّ أَمِينٖ "যাকে সেখানে মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাস ভাজন"।
হে মুসলিম মিল্লাত! এরূপই হচ্ছে রাফেযী শী'আদের ধর্মীয় বিশ্বাস! অতএব তাদের ব্যাপারে আপনারা কি বলবেন?

শিষ্যরা। আর রাফেযীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তোমাদের মিল্লাতের মধ্যে নিকৃষ্ট কে? তারা বলেছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ।"[১]

শায়খ আবদুল্লাহ্ আল জুমাইলী স্বীয় "বাযলুল মাজহুদ ফী মুশাবিহাতির রাফেযাতে লিল ইয়াহুদ" নামক গ্রন্থে রাফেযী ও ইয়াহুদীদের মধ্যে কতিপয় সাদৃশ্যতা উল্লেখ করেন, যেমন; ইয়াহুদ ও রাফেযীরা নিজেদের ছাড়া অন্যদের কাফের বলে এবং তাদের রক্ত ও সম্পদ তথা জান ও মাল হালাল মনে করে। অত:পর তিনি বলেন, ইয়াহুদঁরা মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করে, যথাঃ ইয়াহুদ ও উমামি। উমামিরা হচ্ছে, ঐ সমস্ত লোক যারা ইয়াহুদী নয়, ইয়াহুদীরা এও বিশ্বাস করে যে, শুধুমাত্র তারাই মু'মিন। আর তাদের নিকট উমামিরা হচ্ছে, কাফের মূর্তী পূজক আল্লাহকে চেনে না। তালমুদ গ্রন্থে এসেছে যে, ইয়াহুদরা ব্যতীত সকল জাতি-ই হচ্ছে; মূর্তী পূজক। এমনকি ঈসা (আঃ) ও তাদের এই কুফরী নীতি হতে মুক্ত থাকতে পারেন নি। তালমুদে তারা এভাবে বলেছে যে, 'সে কাফের আল্লাহকে চেনে না।' আর রাফেযীদের ধর্মীয় বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র তারাই মু'মিন এবং তারা ব্যতীত অন্য মুসলিমরা সবাই কাফের মুরতাদ ইসলামের মধ্যে এদেরও কোন অংশ নেই। মুসলমানদেরকে তাদের কাফের বলার কারন হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা 'বেলায়াত' মানে না বিপরীতে রাফেযীরা এটাকে ইসলামের রোকন বলে বিশ্বাস করে। অতএব যে-ই 'বেলায়াত' কে স্বীকার না করে সেই রাফেযীদের নিকট কাফের। ঐ রকম কাফের যেমন কেউ শাহাদাতের দুই কালেমার স্বীকৃতি দেয় না অথবা ইসলামের পাঁচ রুকনের মধ্য হতে কোন এক রুকনকে

[১]. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্ঃ মিনহাজুস সুন্নাহ্-(১/২৪)

অস্বীকার করে। আর 'বেলায়াত হচ্ছে. তাদের নিকট ইসলামের সকল রুকনের উর্ধে। আল বারকী আবু আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, " আমরা ও আমাদের শী'আরা ব্যতীত আর কেউ মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর প্রতিষ্ঠিত নেই অর্থাৎ শুধুমাত্র আমরাই মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি আর সব মানুষ ঐ মিল্লাত থেকে মুক্ত।" তাফসীরে কুম্মীতে আবু আবদুল্লাহ হতে উল্লেখিত হয়েছে তিনি বলেন যে, " আমরা ও তারা ব্যতীত কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের উপর আর কেউ নেই।"[১]

---

[১]. আবদুল্লাহ্ আল জুমাইলী: বাযলূল মাজহুদ ফী মুশাবিহাত্তির রাফেযাতে লিল ইয়াহুদ-২/৫৫৯, ৫৬৮।

রাফেযীরা মুসলিমদেরকে কাফের বলে এই মর্মে আরো বিস্তারিত জানতে হলে ' আশ শী'আতুল ইছনা আশারিয়া ওয়া তাকফীরুহুম লেউমুমিল মুসলিমীন' নামক গ্রন্থটি দেখুন।

ইমামদের ব্যাপারে রাফেযীদের ধর্মীয় বিশ্বাস

রাফেযীরা দাবী করে যে, ইমামগণ নিস্পাপ এবং তারা গায়েবের খবর জানেন। আল কুলাইনী স্বীয় "উসুলুল কাফী" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে,"ইমাম জ'ফার সাদেক বলেন, আমরা হলাম আল্লাহর এলমের ভান্ডার, আমরা আল্লাহর নির্দেশাবলীর অনুবাদক, আমরা নিস্পাপ কাওম, আমাদের আনুগত্য করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং না ফরমানী করতে নিষেধ করা হয়েছে, আসমানের নীচে ও যমীনের উপরে যারা আছে তাদের উপর আমরাই হলাম আল্লাহর পরিপূর্ণ হুজ্জাত তথা দলীল প্রমাণ"।[১]

উক্ত গ্রন্থে আরো এসেছে, "নিশ্চয় ইমামগণ যখন জানার ইচ্ছা করেন তখনই জেনে যান" অনুচ্ছেদে জা'ফার হতে উল্লেখ করেন তিনি বলেন, "নিশ্চয় একজন ইমাম যখন জানার ইচ্ছা পোষন করেন তখনই জেনে যান, আর ইমামগণ কখন মৃত্যু বরণ করবেন তা তারা জানেন এবং ইমামগণ নিজেদের ইচ্ছা ব্যতীত মৃত্যু বরণ করেন না।"[২]

খুমাইনী স্বীয় "তাহরীরুল ওয়াসীলাহ্" গ্রন্থে বলেন, "নিশ্চয় ইমামের প্রশংসিত স্থান ও উচ্চ মর্যাদা রয়েছে এবং জগত পরিচালনার খেলাফতও রয়েছে এবং তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রতি জগতের সব কিছুই অনুগত"।

তিনি আরো বলেন, "নিশ্চয় আমাদের (বার জন ইমাম) এর আল্লাহর সাথে বেশ কিছু অবস্থা রয়েছে, যা আল্লাহর নৈকট্য

---

[১]. আল কুলাইনী: উসুলুল কাফী:-১/১৬৫।

[২]. আল কুলাইনী: উসুলুল কাফী:-১/২৫৮।

লাভে ধন্য কোন ফেরেশ্‌তারও নেই এমনকি কোন নবী রাসূলেরও নেই"।[১]

রাফেযীদের ইমামদের ব্যাপারে সীমা লংঘন ঐ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া সকল নবীর চাইতে তাদের ইমামদের ফযিলত ও মর্যাদা বেশী বলে দাবী করে। আল মাজলেসী স্বীয় "মিরআতুল উকুল" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "ইমামগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত সকল নবীর চাইতে অধিক উত্তম, সম্মানী ও সম্ভ্রান্ত"।[২]

রাফেযীদের ইমামদের ব্যাপারে সীমা লংঘন এখানেই সীমিত নয় বরং তারা বলে যে, জগত পরিচালনার নেতৃত্ব ইমামদের রয়েছে। আল খু-ই স্বীয় "মিসবাহুল ফাকাহা" নামক গ্রন্থে বলেন, সমস্ত জগতের পরিচালনার দায়িত্ব এদের রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, খবরাদী দ্বারা এরূপই স্পষ্ট হয়। কেননা এরাই হচ্ছেন; এসব কিছুর মিডিয়া অর্থাৎ এসব কিছুর অস্তিত তাদের দ্বারাই। এরাই হচ্ছেন; সকল সৃষ্টির কারণ। অতএব যদি তারা না হতেন তাহলে কোন মানুষই সৃষ্টি করা হতো না। তাদের জন্যই সমস্ত মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে এদের মাধ্যমেই তাদের অস্তিত্ব। এরাই হচ্ছেন; সৃষ্টি বর্ধিত করনের মাধ্যম, শুধু তা-ই নয় বরং সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত তাদের হাতেই রয়েছে সৃষ্টিজগত পরিচালনার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব। আর এ সব পরিচালনার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব আল্লাহর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ন্যায়।"[৩]

---

১. খুমাইনী: তাহরীরুল ওয়াসীলাহ্-৫২, ৯৪।

২. আল মাজলেসী: মিরআতুল উকুল ফী শারহে আখবারি আলের রাসূল:-২/২৯০।

৩. আবুল কাসেম আল খু-ই: মিসবাহুল ফাকাহা-৫/৩৩।

এ ধরনের সীমা লংঘন ও পদস্খলন থেকে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে পানাহ্ চাই। ইমামগণ কিভাবে এই সৃষ্টি জগতের অস্তিত্বের মিডিয়া বা মাধ্যম হতে পারেন? কিভাবে এই সৃষ্টি জগতের অস্তিত্বের কারণ হতে পারেন? কিভাবে মানুষ সৃষ্টির কারণ হতে পারেন? কিভাবে ইমামদের জন্য মানুষ সৃষ্টি হতে পারে? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জ্বিন ও ইনসানকে শুধুমাত্র আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি"।[১]

পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্ তথা হাদীস হতে বিচ্যুত এরূপ ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ঠ আক্বীদা তথা ধর্মীয় বিশ্বাস হতে মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ্ঃ) বলেন, "রাফেযী শী'আরা ধারনা করে যে, দ্বীন তাদের পীর-পুরোহিতদের নিকট অর্পিত অতএব ঐ পীর-পুরোহিতগণ যেটিকে হালাল বলবে সেটিই হালাল এবং যেটিকে হারাম বলবে সেটিই হারাম আর তারা যে শরীয়ত প্রণয়ন করবে সেটিই হবে দ্বীন"।[২]

সম্মানিত পাঠক! আলী রাযিআল্লাহু আনহু এর ব্যাপারে তারা কিরূপ সীমা লংঘন, শির্ক ও কুফরী করে থাকে তা যদি জানতে চান তাহলে আধুনিক কালের তাদের একজন শায়খ, ইবরাহীম আল আমেলী'র পঠিত **ছন্দগুলি** পড়ুন।

---

[১] . সুরা যারিয়াত-৫৬

[২].শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্ঃ মিনহাজুস সুন্নাহ্-১/৪৮২

হে আবু হাসান তুমিতো ইলাহের চক্ষু
এবং তাঁরই মহান কুদরাতের ঠিকানা
তুমিতো অদৃশ্যের জ্ঞানের আয়ত্বকারী
তোমাকে ফাঁকি দিয়ে কেউ নিজেকে গোপন করতে পারে?
তুমি-ই সমস্ত জগতের পরিচা
সৃষ্টি জগতের সাগর নালা তোমারই
তোমারই সব কর্তৃত্ব যদি চাও আগামী কাল জিন্দা করবে
নয়তবা মুখমন্ডলের সম্মুখ ভাগে হেঁচড়ে তুলবে।

আলী (রাঃ) এর প্রশংসায় কবি আলী বিন সুলাইমান আল মাযিদী বলেন,

হে আবু হাসান তুমি কুমারীর স্বামী
ইলাহের পাঁজর ও রাসূলের আত্মা

পূর্ণিমার চন্দ্র ও উজ্জল সূর্য
রব্বের গোলাম এবং তুমি-ই মালিক
কাদীর দিনে রাসূল তোমাকেই ডেকেছে
গাদির দিনের বিষয়টি তোমার উপরই আর্পিত।
তুমি-ই মু'মিনদের আমীর
তার ওলীর হার তোমাকেই পরিয়েছে
সমস্ত বিষয় তোমার জন্যই হয়
তুমি-ই অন্তরের সমস্ত ভেদ জানো
কবরস্থিত সব কিছু তুমি-ই পুনরুত্থানকারী
কিয়ামত দিবসে হুকুম পরিচালনার দায়িত্ব তোমার
তুমি-ই সর্ব শ্রতা তুমি-ই সর্ব দ্রষ্টা।
তুমি-ই সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান
তুমি না হলে একটি তারকাও চলত না

কোন গ্রহ ও কক্ষপথ হত না।
তুমি-ই সকল স্থল ভূমি সম্পর্কে জ্ঞাত
তুমি-ই গুহা বাসীদের সাথে কথোপকথনকারী
তুমি না হলে মুসা কালিমুল্লাহ্ হতো না
তারই প্রশংসা যিনি তোমাকে রূপ দিয়েছেন।
তোমার নামের রহস্য বিশ্ববাসীর নিকট অচিরেই দেখবে
তোমার ভালবাসা কপালের উপর উজ্জল সূর্যের ন্যায়
তোমার প্রতি বিদ্বেষ, বিদ্বেষকারীদের মুখমন্ডলে
আলকাতরার ন্যায়, তোমার বিদ্বেষকারীর সফলতা নেই।
যা ছিল, যা হবে ,
যত নবী ও রাসূল
লওহ কলম যত জ্ঞানী গুণি
সবই তোমার বান্দা সবই তোমার গোলাম।

হে আবু হাসান সৃষ্টির পরিচালনাকারী
তিরস্কৃতদের আশ্রয়স্থল ও প্রতিনিধি দলের ঠিকানা
কিয়ামত দিবসে তোমার আশেকদের শারাবদাতা
তোমাকে অস্বীকারকারীকে পুনরুত্থানে অস্বীকারী।
হে আলী ফখরকারী আবু হাসান
তোমাকে নেতা মানাই আমার কবরে উজ্জল মিনার
তোমার নামই আমার দুরাস্থায় বাঁচার আঁধার।
তোমার ভালবাসা-ই আমাকে তোমার জান্নাতে প্রবেশকারী
তোমার দ্বারাই আমার উপার্জনের বৃদ্ধি
যখন জলিল-ক্বদর ইলাহের নির্দেশ আসে
ঘোষনাকারী ঘোষনা দেয় পরকালে পাড়ি, পরকালে পাড়ি,
যে তোমার নামে স্বাদ গ্রহণ করে তাকে কিভাবে দিবে ছাড়ি?

যে ব্যক্তি ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে সে কি কখনো এরূপ কবিতা আবৃতি করতে পারে? আল্লাহর কসম! জাহেলী যুগের লোকেরাও কখনো এই হতভাগ্য রাফেযীর ন্যায় এরূপ শির্ক, কুফর ও ভালবাসায় সীমা লংঘনে লিপ্ত হয়নি।

"... অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ আমল করে আর তার প্রতিপালকের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।" (সূরা কাহাফ–১১০)

রাজা'আত (পূনর্জন্ম) সম্পর্কে রাফেযীদের ধর্মীয় বিশ্বাস কি?

রাফেযীরাই এই রাজা'আতের বিষয়টি প্রথম আবিস্কার করে, আল মুফীদ বলেন, "বহু মৃত ব্যক্তির রাজা'আত তথা পূনরায় জন্ম নিয়ে ফিরে আসার ব্যাপারে ইমামীগণ (শী'আদের ইমামতে বিশ্বাসী) ঐক্যমত হয়েছেন।"[১]

আর এটি হচ্ছে এই যে, তাদের সর্বশেষ ইমাম শেষ যামানায় পূনরায় জন্ম নিয়ে ফিরে আসবে, সিরদাব নামক স্থান হতে বের হবে এবং রাজনৈতিকদের মধ্যে যারা তাদের বিরোধী থাকবে তাদের সকলকে হত্যা করবে। অন্যান্য দলেরা যুগে যুগে তাদের যে অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল তা তাদের শী'আদের নিকট ফিরিয়ে দিবে।[২]

সৈয়দ মুরতাযা স্বীয় "আল মাসায়েলুন নাসেরিয়াহ্" নামক গ্রন্থে বলেন, নিশ্চয় আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু ও ওমার রাযিআল্লাহু আনহুকে তাদের বারতম ইমাম, ইমাম মাহদীর যামানায় একটি গাছে ফাঁসি দেয়া হবে, ফাঁসিতে ঝুলানোর পূর্বে গাছটি থাকবে কাঁচা অত:পর ফাঁসিতে ঝুলানোর পর গাছটি শুকিয়ে যাবে।

আল মাজলেসী স্বীয়" হাক্কুল ইয়াক্বীন" নামক গ্রন্থে মুহাম্মাদ আল বাকের এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,"যখন ইমাম মাহদী আত্ম প্রকাশ করবেন তখন তিনি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহাকে পূনরায় জীবিত করবেন এবং তার উপর হদ্দ (ব্যভিচারের শাস্তি) কায়েম করবেন"।[৩]

---

[১]. আল মুফীদ: আওয়ায়েলুল মাকালাত-৫১

[২]. মুহিব উদ্দীন আল খতীব: আল খুতুতুল আরিযাহ্-৮০

[৩]. মুহাম্মাদ বাকের আল মাজলেসী: হাক্কুল ইয়াক্বীন-৩৪৭

অত:পর আস্তে আস্তে এরূপ ভাবনা তাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে থাকে ফলে তারা বলে যে, সমস্ত শী'আহ্ ও তাদের ইমামগণ এবং ইমামদের বিরোধী তথা বিপক্ষরাও রাজা'আত তথা পূনজন্ম নিবে। এরূপ ভ্রান্ত ধর্ম-বিশ্বাসী ও এরূপ বাণী যারা বলে তাদেরই অন্তরে হিংসার বিষ ছড়াচ্ছে। মূলত: সাবাঈ আক্বীদায় বিশ্বাসীরা পরকালকে অস্বীকার করার জন্যই রাজা'আত তথা পূনর্জন্মকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে।

প্রকৃতপক্ষে শী'আহ্ আক্বীদা-বিশ্বাসের বিরোধীদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই রাজা'আত এর মত ভ্রান্ত বিশ্বাসের চালু করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, কারা শী'আদের বিরোধি? নিম্নোক্ত বর্ণনা দ্বারা আহলে সুন্নাতের উপর রাফেযীদের হিংসা-বিদ্বেষ ও ইয়াহুদ ও নাছারাদের সাথে তাদের বন্ধুত্বের ভাব স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। আল মাজলেসী স্বীয় "বেহারুল আনওয়ার" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন "আবু আবদুল্লাহ্ বলেন, হে আবু মুহাম্মাদ! আমি দেখছি যে, ইমাম মাহদী তার পরিবার-পরিজন নিয়ে সাহ্লাহ্ মসজিদে অবতরণ করবেন ... ...।

অতএব সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধদের (ইয়াহুদ ও নাছারাদের) বিষয়টি তার নিকট কিরূপ হবে? তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যেভাবে তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযয়া প্রদান করত সেভাবে তারাও জিযয়া দিবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, অতএব আপনাদের শত্রু নাসেবীদের (আহলে সুন্নাতের) অবস্থা কি হবে? তিনি বলেন, যে আমাদের দেশে আমাদের নীতির ব্যতিক্রম করবে তাদের কোন অংশই থাকবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কায়েম তথা ইমাম মাহদী আগমনের সময় তাদের রক্ত আমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। এখন বর্তমানে সেটি তোমাদের ও আমাদের উপর

হারাম করেছেন। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ যেন প্রবঞ্চিত না হয়। যখন আমাদের কায়েম তথা ইমাম মাহ্দী আসবেন তখন তিনি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আমাদের সকলের পক্ষ হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।[১]

ভেবে দেখুন হে মুসলিম মিলাত! শী'আদের মাহ্দী কিভাবে ইয়াহুদ ও নাছারাদের নিকট হতে জিযয়া তথা কর আদায় করবে আর বিপরীতে যারা তাদের নীতির ব্যতিক্রম করে তাদের অর্থাৎ আহলে সুন্নাতের রক্ত তাদের নিকট বৈধ হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের সাথে লড়াই ও হত্যা করা বৈধ মনে করে। কিন্তু কেউ হয়তবা বলতে পারেন যে, এরূপ শাস্তির কথা তাদের জন্য যারা আহলে বায়ত এর প্রতি হিংসা করে। আর প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাতেরা কখনই আহলে বায়ত এর প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব পোষন করে না।

অতএব রাফেযী মাহ্দীর পক্ষ হতে যে শাস্তি তথা হত্যা করা বৈধ এ বিষয়টি আহলে সুন্নাতের জন্য নয়।

অত:পর আমরা বলি যে, বহু বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, তাদের (রাফেযী) নিকট নাসেবী বলতে আহলে সুন্নাতকেই বোঝানো হয়। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে হুসাইন আলে উছফুর আল দারাজী আল বাহ্রাইনী কৃত "আল মাহাসিনুন নাফসানিয়াহ্" ও ইউসূফ আল বাহ্রানীর "আশ্‌শিহাবুছ ছাকেব ফী বায়ানি মা'নান্নাসেব" নামক বইটি ভালভাবে পড়ুন।

---

[১]. আল মাজলেসী: বেহারুল আনওয়ার-৫২/৩৭৬

'তুকইয়া' সম্পর্কে রাফেযী শী'আদের ধর্মীয় বিশ্বাস

আধুনিক যুগের একজন রাফেযী আলেম **'তুকইয়া'** এর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন " তোমার জীবন থেকে অথবা মাল থেকে কষ্ট দুর করার উদ্দেশ্যে অথবা তোমার কারামত রক্ষার উদ্দেশ্যে তোমার অন্তরে যে বিশ্বাস আছে তার বিপরীত কিছু বলবে অথবা করবে।"[১]

এখানেই তাদের শেষ নয় বরং মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালুল এর ইন্তিকালের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ তুকইয়া করেছিলেন বলেই তাদের ধারনা। যখন তিনি তার জানাযা সালাত আদায় করতে আসেন তখন ওমার রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ্ কি আপনাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেন নি? অর্থাৎ এই মুনাফিকের কবরে দাঁড়াতে, অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তোমার ধংস হোক, তুমি এটা কি বলছো? আমি তো আসলে বলেছি যে, হে আল্লাহ্! তুমি তার পেট আগুন দ্বারা পূর্ণ করো, তার কবর আগুন দ্বারা পূর্ণ করো এবং তাকে জাহান্নামের আগুন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।"[২]

খেয়াল করে দেখুন হে মুসলিম মিল্লাত! কিভাবে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর মিথ্যা আরোপ করে? এটা কি বিবেকে ধরে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাগণ তার (মুনাফিক) জন্য রহমত কামনা করবে আর রহমতের নবী তার উপর লা'নত করবে?

---

[১]. মুহাম্মাদ জাওয়াদ মুগনিয়াহ্: আশ্ শী'আতু ফীল মীযান-৪৭

[২]. ফুরুউল কাফী কিতাবুল জানাইয-১৮৮

আল কুলাইনী স্বীয় "উছুলুল কাফী" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "আবু আবদুল্লাহ্ বলেন, হে আবু ওমার; নিশ্চয় দ্বীনের দশ ভাগের নয় ভাগই নিহিত রয়েছে **তুকইয়া**'র মধ্যে, যার মধ্যে **তুকইয়া** নেই তার ভেতরে মূলত: দ্বীন নেই, দুটি বিষয় অর্থাৎ নাবিয[1] ও মোজার উপর মাসাহ্ ছাড়া সকল বিষয়েই তুকইয়া রয়েছে।"

কুলাইনী আবু আবদুল্লাহর বরাত দিয়ে আরো উল্লেখ করেন, তিনি বলেন, "তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে ভয় করো অর্থাৎ সতর্ক থাকো এবং **তুকইয়া** দ্বারা দ্বীনকে হেফাযত করো, কেননা যার মধ্যে **তুকইয়া** নেই তার ভেতরে ঈমানই নেই।[2]

এই তুকইয়া'র অজুহাতে রাফেযীদের নিকট গায়রুল্লাহ'র নামে হলফ করাও বৈধ হয়ে গেছে। নাউযুবিল্লাহ্।

আল হুররিল আমেলী স্বীয় "ওয়াসায়েলুশ শী'আহ্" নামক গ্রন্থে ইবনে বুকাইর হতে তিনি যুরারাহ্ হতে তিনি আবু জা'ফার আস সাদেক হতে বর্ণনা করেন, যুরারাহ্ বলেন, আমি জা'ফারকে বললাম, নিশ্চয় আমরা যখন ঐ সম্প্রদায়ের (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত) নিকট অতিক্রম করি তখন তারা আমাদের সম্পদের উপর হলফ তলব করে অথচ আমরা ঐ সম্পদের যাকাত আদায় করেছি। অত:পর জা'ফার বলেন, হে যুরারাহ্! যদি সম্পদের ভয় করো তাহলে তারা যেভাবে চায় সেভাবেই হলফ করো। আমি বললাম, আপনার জন্য জীবন কুরবান হোক, তালাক ও দাস মুক্তির কসম করব? তিনি বলেন, তারা যা চায় সেভাবেই করো।

---

[1]. খেজুর, আঙ্গুর, কিসমিস, গম, মধু ইত্যাদি দ্বারা তৈরীকৃত (শারাব) মদকে নাবিয বলে। এটি নেশা জাতিয় হতে পারে কিংবা নেশা ছাড়াও হতে পারে। (অনুবাদক)

[2]. উয়ূলুল কাফী-৪৮২-৪৮৩।

সামা'আহ্ হতে বর্ণিত তিনি আবু আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জবরদস্তির কারনে বাধ্য হয়ে কেউ যদি তুকইয়া করে হলফ করে তাহলে তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না।"[১]

সুতরাং রাফেযীরা তুকইয়া করা ওয়াজিব মনে করে এবং তুকইয়া ব্যতীত তাদের মাযহাব টিকতেই পারে না। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ব্যাপারেই তারা তুকইয়া'র মূলনীতি গ্রহণ করে এবং যখনই বিশেষভাবে প্রয়োজন বোধ করে তখনই ঐ মূলনীতির উপর আমল করে।

অতএব হে মুসলিম মিল্লাত! রাফেযীদের এরূপ জঘন্য আক্বীদা বিশ্বাস থেকে সাবধান থাকুন।

[১]. আল হুররুল আমেলী: ওয়াসায়েলুশ্ শী'আহ্-১৬/১৩৬-১৩৭।

কবরের মাটির প্রতি রাফেযীদের ধর্মীয় বিশ্বাস

কবরের মাটি বলতে এখানে রাফেযীদের দৃষ্টিতে হুসাইন রাযিআল্লাহু আনহু এর কবরের মাটি বোঝানো হয়েছে। এই মাটির প্রতি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস কি?

পথভ্রষ্ঠ রাফেযী মুহাম্মাদ নু'মান আল হারেছী তার লকব তথা উপনাম 'শায়খুল মুফীদ' তিনি তার "আল মাযার" নামক গ্রন্থে আবু আবদুল্লাহ্'র উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, "হুসাইনের কবরের মাটিতে সকল রোগের শীফা তথা আরোগ্য রয়েছে, আর এই মাটি-ই হচ্ছে; মহৌষধ"।

আবদুল্লাহ্ বলেন, তোমাদের সন্তানদেরকে হুসাইনের কবরের মাটি দ্বারা তাহনীক[১] করাও।

তিনি আরো বলেন, একদা খুরাসান থেকে আবিল হাসান আল রেযা এর নিকট একটি কাপড়ের পুটুলি দিয়ে পাঠানো হয়, সেই পুটুলির মধ্যে ছিল মাটি। অত:পর সেই বাহককে বলা হলো, এটা কি? তিনি বলেন, হুসাইনের কবরের মাটি। কোন কাপড় অথবা অন্য কিছু পেশ করলে তাতে ঐ মাটি দিয়ে পেশ করতো এবং বলত; এই মাটি-ই আল্লাহর ইচ্ছায় শান্তি ও নিরাপত্তা। আরো বলা হয় যে, জনৈক ব্যক্তি (জা'ফার) সাদেককে হুসাইনের মাটি খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বলেন, যখন তুমি ঐ মাটি খাবে তখন বলবে; হে আল্লাহ্ আমি সেই মালিকের হকের মাধ্যমে আপনার নিকট চাই যিনি ঐ মাটিকে কবয তথা আয়ত্ত করেছেন, সেই নবীর হকের মাধ্যমে আপনার নিকট চাই যিনি ঐ মাটিকে ধনভান্ডার হিসেবে সংরক্ষণ করেছেন এবং সেই ওছীর হকের মাধ্যমে আপনার নিকট চাই

---

[১]. খেজুর চিবিয়ে নরম করে তা ছোট্ট শিশুদের মুখে তুলে দেয়াকে তাহনীক বলা হয়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে করতেন। (অনুবাদক)

যিনি ঐ মাটিতে মুহাম্মাদ ও তার বংশধরের প্রতি দরূদ পাঠ বৈধ করেছেন, আপনি তাকে সকল প্রকার অসুখের জন্য শিফা তথা আরোগ্য হিসেবে নির্ধারণ করুন, সকল প্রকার ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তাদানকারী করুন এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে সংরক্ষণকারী বানান।

হামযাহ্ ও হুসাইন রাযিআল্লাহু আনহুম এর কবরের মাটি ব্যবহার ও এ দুয়ের মধ্যে কোনটির ফযিলত বেশী এ মর্মে আবু আবদুল্লাহ জা'ফারকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "হুসাইনের কবরের মাটির তাসবীহ্ দানা হাতের মধ্যে নিজে নিজেই তাসবীহ্ করতে থাকে"[১] অর্থাৎ মুখে তাসবীহ্ পড়া লাগেনা।

অনুরূপভাবে শী'আরা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে বিশেষ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে আর সুন্নীদেরকে অন্য মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দুই প্রকার মাটির মধ্যে কোন এক নির্দিষ্ট উপায়ে সংমিশ্রণ ঘটে। অতএব যে শী'আর মধ্যে নাফরমানী ও ঘৃণ্য অপরাধ রয়েছে তা হচ্ছে ঐ সুন্নীদের মাটির প্রভাব আর যে সুন্নীর মধ্যে যা কিছু কল্যাণ ও আমানতদারী রয়েছে তা হচ্ছে শী'আদের বিশেষ মাটির প্রভাব। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন শী'আদের পাপ ও অপকর্ম সমূহ সুন্নীদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে আর সুন্নীদের নেকী ও সৎ কর্ম সমূহ শী'আদেরকে দিয়ে দেয়া হবে।[২]

[১]. শায়খ মুফীদ: আল মাযার-১২৫

[২]. ঈলালুশ্ শারা'ঈ: ৪৯০-৪৯১, বিহারুল আনওয়ার:৫/২৪৭-২৪৮

আহ্লুস্ সুন্নাহ্'র ব্যাপারে রাফেযীদের ধর্মীয় বিশ্বাস

আহ্লুস্ সুন্নাহ্ তথা সুন্নাতের অনুসারীদের ব্যাপারে রাফেযীদের আক্বীদা বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা ও তাদের মাল লুণ্ঠন করা বৈধ। যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, দাউদ ইবনে ফারকাদ বলেন, আমি আবদুল্লাহ্কে বলি, আপনি নাসেবী'র ব্যাপারে কি বলেন? তিনি বলেন, তাদের হত্যা করা বৈধ তবে আমি তোমাকে আশংকা করছি। আর যদি পার তাহলে তার উপর দেয়াল চাপিয়ে দিবে অথবা তাকে সমূদ্রে ডুবিয়ে দিবে যেন সে এ ব্যাপারে তোমার বিপক্ষে সাক্ষী না হয়। আমি বললাম, তার ধন-সম্পদের ব্যাপারে কি মনে করেন? তিনি বলেন, যত পার তার মাল গ্রহণ কর।[১]

রাফেযীরা ধারনা করে যে, শুধুমাত্র তাদের সন্তানরাই পবিত্র তাদের ব্যতীত অন্য কারো সন্তান পবিত্র নয়। হাশেম আল বাহ্রানী স্বীয় (আল বুরহান) নামক তাফসীরে উল্লেখ করেন যে, মায়ছাম ইবনে ইয়াহ্ইয়া তিনি জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ হতে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, "যে কোন সন্তানই যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন ইবলিস তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হয়, অত:পর যদি সে জানতে পারে যে, সেই সন্তান তাদের (শী'আহ্) দলভূক্ত তখন সে শয়তানকে ঐ সন্তান থেকে দুরে রাখে অর্থাৎ তাকে স্পর্স করতে দেয় না, আর যদি তাদের দলভূক্ত না হয় তাহলে ঐ সন্তানের পায়খানার দ্বারে স্বীয় শাহাদাত আঙ্গুল স্থাপন করে ফলে সেই সন্তান অসৎ চরিত্রের অধিকারী হয়। আর যদি ঐ শিশু কণ্যা সন্তান হয় তাহলে তার যৌনাঙ্গে (স্ত্রী লিঙ্গে) আঙ্গুল স্থাপন করে ফলে সে পাপাচারী গোনাহ্গার হয়। এ কারনেই

[১]. আল মাহাসেনুন্ নাফসানিয়াহ্: পৃ:-১৬৬

সন্তান মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার সময় কঠিন চিৎকার করে কান্না করে।[১]

শুধু এখানেই সীমিত নয় বরং রাফেযীরা বিশ্বাস করে যে, শী'আরা ব্যতীত সকল মানুষই যেনার (জারয) সন্তান!! আল কুলাইনী স্বীয় "রাওযাতুল কাফী" নামক কিতাবে উল্লেখ করে, আবু হামযাহ্ আবু জা'ফার হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি তাকে বললাম, আমাদের কিছু সঙ্গি-সাথী এমন আছে যে, কেউ তাদের খেলাফ করলে তার প্রতি মিথ্যারোপ করে অপবাদ দেয়। ফলে তিনি আমাকে বলেন, থেমে থাকাই উত্তম। অত:পর বলেন, হে আবি হামযাহ্! আল্লাহর কসম! আমাদের দলভুক্ত শী'আরা ছাড়া সমস্ত মানুষই অবৈধ সন্তান"।[২]

রাফেযী শী'আদের ধারনা যে, ইয়াহুদ ও নাসারাদের কুফরীর চাইতে আহলুস্ সুন্নাহদের কুফরী আরো কঠিন। কেননা ইয়াহুদী ও নাসারারা হচ্ছে; আসলী অর্থাৎ প্রকৃত কাফের আর আহলুস্ সুন্নাহ্গণ হচ্ছে; মুরতাদ কাফের। আর সর্ব সম্মতিক্রমে মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগীর কুফরী কঠিন। এ কারনেই তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সহযোগিতা করে থাকে, যা ইতিহাস প্রমাণ করে"।[৩]

---

[১]. হাশেম আল বাহ্‌রানী: তাফসীরুল বুরহান-২/৩০০।

[২]. আল কুলাইনী: আল রাওযাতু মিনাল কাফী-৮/২৮৫।

[৩]. শায়খুল ইসালাম ইবনে তাইমিয়াহ্ রাহেমুহুল্লাহ্ বলেন, মুসলিম দেশ সমূহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে রাফেযী শী'আরা তাতারদেরকে সহযোগিতা করে। ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ্-৫৩/১৫১।

আরো দেখুন; ডঃ সুলাইমান বিন হামদ আল আওদাহ্: কায়ফা দাখালাত্ তাতারু বেলাদাল মুসলিমীন।

প্রিয় পাঠক! একটু চোখ খুলে দেখুন! ইরাকের শী'আরা কিভাবে দখলদারদের সাথে একাত্মতা পোষন করেছিল।

"ওয়াসায়েলিশ্ শী'আহ্" নামক গ্রন্থে ফুযাইল ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "আমি আবু জা'ফারকে আরেফা অর্থাৎ 'রাফেযী' মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, আমি কি তাকে নাসেবের সাথে বিবাহ্ দিতে পারি? তিনি বলেন, না, কেননা নাসেব হচ্ছে; কাফের"।[১]

"নাসেব" এক বচন এর বহু বচন "নাওয়াসেব" যারা আলী রাযিআল্লাহু আনহু এর প্রতি ঘৃণা পোষন করে তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দৃষ্টিতে নাওয়াসেব বলা হয়। কিন্তু দু:খের বিষয় হচ্ছে, রাফেযীরা আহলে সুন্নাতদেরকেই নাওয়াসেব নামে অভিহিত করে থাকে। কেননা আহলে সুন্নাতগণ ইমামতের ক্ষেত্রে আলী রাযিআল্লাহু আনহু এর আগে ধারাবাহিকভাবে আবু বকর, উমার, ও উছমান রাযিআল্লাহু আনহুমকে প্রধান্য দিয়ে থাকেন, এজন্য যে, খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানাতেই আলী রাযিআল্লাহু আনহুর উপর আবু বকর, উমার ও উছমান রাযিআল্লাহু আনহুম এর প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। এর প্রমাণ হচ্ছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার রাযিআল্লাহু আনহু এর বাণী "আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মানুষের মধ্যে বাছাই করতাম এবং সর্ব প্রথম আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহুকে প্রধান্য দিতাম অত:পর উমার রাযিআল্লাহু আনহুকে প্রধান্য দিতাম অত:পর উছমান রাযিআল্লাহু আনহুকে প্রধান্য দিতাম"।[২] ইমাম ত্বাবারানী এর সাথে একটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "এ খবর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১]. হুররিল'আমেলী: অয়াসায়েলিশ্ শিয়া-(৭/৪৩১) ও আত্ তাহযিব-(৭/৩০৩)

[২]. সহীহ্ আল বুখারী: অধ্যায়: ফাযায়েলুস্ সাহাবা, অনুচ্ছেদ:নবী T এর পরে আবু বকর ﷺ এর ফযিলত, হা/৩৬৫৫

ওয়া সাল্লাম এর নিকট পৌঁছলে তিনি তা এনকার বা অস্বীকার করেননি"।[১]

ইমাম আহমাদসহ আরো অন্যান্যগণ আলী ইবনে আবি তালেব রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "এই উম্মতের নবীর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে; আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু অত:পর উমার রাযিআল্লাহু আনহু, চাইলে তৃতীয় জনেরও নাম উল্লেখ করতাম...." হাফেয যাহাবী বলেন, এ বর্ণনাটি মুতাওয়াতির।[২]

"বলুন! আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র, আমার প্রতি এমর্মে ওহী বা প্রত্যাদেশ করা হয় যে, তোমাদের মা'বুদই একমাত্র মা'বুদ।" (সূরা কাহফ-১১০)

[১]. ইমাম ত্বাবারাণী: আল মু'জামুল কাবীর- অনুচ্ছেদ- ৩ নং-৭৮৩

[২]. বিস্তারিত দেখুন, শায়খ আল আল্লামা আবদুল্লাহ্ আল জিবরীন (রাহেমাহুল্লাহ্): আত্-তা'লিকাত 'আলা মাতানি লুম'আতিল ই'তেকাদ-পৃ:-৯১

মুত'আহ্ বিবাহের ফযিলত সম্পর্কে রাফেযীদের ধর্মীয় বিশ্বাস কি?

রাফেযীদের নিকট মুত'আহ্ বা (Contract Marriage) এর অনেক বড় ফযিলত রয়েছে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালেক। ফাতুহুল্লাহ্ আল কাশানী স্বীয় "মিনহাজুস সাদেক্বীন" নামক কিতাবে জা'ফার আস্ সাদেক এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "নিশ্চয় এই মুত'আহ্ বিবাহ আমার ও আমার পূর্ব পুরুষের ধর্মীয় নীতি অতএব যে ব্যক্তি এই নীতির উপর আমল করবে সেই আমার দ্বীনের নীতির (অনুসরণ) আমল করবে। আর যে ব্যক্তি এটাকে অস্বীকার করবে সে আমার দ্বীনকেই অস্বীকার করবে। শুধু তাই নয় বরং সে অন্য ধর্মের অনুসারী হবে।

এই বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে সেই সন্তানের মর্যাদা স্থায়ী স্ত্রীর সন্তানের চাইতে অধিক। মুত'আহ্ বিবাহ অস্বীকারকারী কাফের মুরতাদ"।[১]

আল কুম্মী স্বীয় "মান লা ইয়াহ্যুরহুল ফাক্বীহ্" নামক গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ বিন সিনানের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন, তিনি আবু আবদুল্লাহ্ হতে উল্লেখ করেন, তিনি বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের (শী'আহ্) উপর প্রত্যেক নেশা জাতিয় শারাব হারাম করেছেন এবং এর বিনিময়ে তাদেরকে মুত'আহ্ বিবাহের বৈধতা দিয়েছেন"।[২]

মুল্লা ফাতহুল্লাহ্ আল কাশানীর "তাফসীর মিনহাজুস্ সাদেক্বীন" নামক গ্রন্থে এসেছে যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি একবার মুত'আহ্ বিবাহ করবে তার এক

---

[১]. মুল্লা ফাতহুল্লাহ্ আল কাশানী: মিনহাজুস্সাদেক্বীন-২/৪৯৫

[২]. ইবনে বাবওয়াইহ্ আল কুম্মী: মান লা ইয়াহ্যুরহুল ফাক্বীহ্ পৃ:৩৩০।

তৃতীয়াংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হবে, যে ব্যক্তি দুইবার মুত'আহ্ বিবাহ করবে তার দুই তৃতীয়াংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হবে আর যে ব্যক্তি তিনবার মুত'আহ্ বিবাহ করবে তাকে সম্পূর্ণরূপে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা হবে"।

উল্লেখিত গ্রন্থে আরো এসেছে যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি একবার মুত'আহ্ বিবাহ করবে সে মহান আল্লাহর অসন্তোষ থেকে নিরাপদ থাকবে, যে দুইবার মুত'আহ্ বিবাহ করবে তাকে নেককার পূণ্যবানদের সাথে হাশর করানো হবে আর যে ব্যক্তি তিনবার মুত'আহ্ বিবাহ করবে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে"।

উল্লেখিত গ্রন্থে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি একবার মুত'আহ্ বিবাহ করবে সে হুসাইনের মর্যাদা লাভ করবে, যে দুইবার মুত'আহ্ বিবাহ করবে তার মর্যাদা হবে হাসানের ন্যায় আর যে তিনবার মুত'আহ বিবাহ করবে তার মর্যাদা হবে আলী ইবনে আবি তালেবের ন্যায় এবং যে ব্যক্তি চারবার মুত'আহ্ বিবাহ করবে তার মর্যাদা হবে আমার মর্যাদার ন্যায়"।[১]

প্রকৃত পক্ষে রাফেযী শী'আরা মুত'আহ্ বিবাহের ক্ষেত্রে সংখ্যার শর্তারোপ করে না। "ফুরুউল কাফী", "আত্-তাহযীব" ও "আল ইস্তেবসার" নামক গ্রন্থ সমূহে যুরারাহ্ এর উদ্ধৃতিতে এসেছে তিনি আবু আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, "আমি তাকে মুত'আহ্ বিবাহের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, মুত'আহ্ কি চার? তিনি বলেন, তুমি একহাজার মুত'আহ্ বিবাহ কর কেননা এরা তো ভাড়াটিয়া (অতএব তোমার সাধ্যানুযায়ী যত পারো ভাড়া করে নাও)।

[১]. মুল্লা ফাতহুল্লাহ্ আল কাশানী: তাফসীর মিনহাজুস্সাদেক্বীন-২/৪৯২, ৪৯৩।

মুহাম্মাদ বিন মুসলিম আবু জা'ফার হতে বর্ণনা করেন, তিনি মুত'আহর ব্যাপারে বলেন, এর সংখ্যা শুধু চার-ই নয় কেননা মুত'আহ্ বিবাহে তালাকও দেয়া হয় না এবং সে উত্তরাধিকারীও হয় না এরা তো শুধুমাত্র ভাড়ায় খাটে"।[১]

কিভাবে এরূপ হতে পারে?! অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝٧

অর্থ: "আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে। নিজেদের স্ত্রী ও মালিকানাভূক্ত দাসী ব্যতীত, কারণ এ ক্ষেত্রে তারা নিন্দা থেকে মুক্ত। অতএব এদের অতিরিক্ত যারা কামনা করে তারাই সীমালজ্ঘনকারী।"[২]

উল্লেখিত আয়াতে কারীমাতে প্রমাণিত হয় যে, নিকাহ্ তথা বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী ও মালিকানাভূক্ত দাসীদের বৈধ করা হয়েছে এবং এর অতিরিক্ত সবই হারাম করা হয়েছে। আর মুত'আহ্ হচ্ছে; ভাড়ায় খাটে এরূপ মেয়ে সে আসলে স্ত্রী নয় সে জন্য সে স্বামীর উত্তরাধিকারীও হয় না এবং তাকে তালাক দেয়ারও প্রয়োজন হয় না। অতএব সে মহিলা ব্যাভিচারী যেনাকারী।

আল্লাহর নিকট এরূপ অপকর্ম থেকে পানাহ্ চাই।

ফযিলাতুশ শায়েখ আবদুল্লাহ্ বিন জিবরিন (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেন, "রাফেযী শী'আরা মুত'আহ্ বিবাহ বৈধতার প্রতি সুরা নিসা এর নিম্নোক্ত আয়াতটি দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে।

---

১. আল কুলাইনী: আল ফুরুউ' মিনাল কাফী-৫/৪৫১, আত্-তাহযীব (২/১৮৮)

২. সূরা আল-মু'মিনূন-৫-৭।

﴿ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ ﴾

অর্থ: "এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য এটি আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থ ব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করেছ তাদের নির্ধারিত মোহ্‌র অর্পণ করবে। মোহ্‌র নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাযী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[১]

উক্ত ভ্রান্ত ধারনার জবাব: "নিকাহ্‌ তথা বিবাহ সংক্রান্ত সমস্ত আয়াত। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ﴾

"হে ঈমানদারগণ! নারীদেরকে যবরদস্তিমূলক উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমদের জন্য বৈধ নয়"।[২]

১. সুরা নিসা-২৪
২. সুরা নিসা-১৯

﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾

"তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ কর না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে?"[১]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾﴾

"নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমরা তাদেরকে বিবাহ কর না; পূর্বে যা হয়েছে নিশ্চয়ই তা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ"।[২]

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ﴾

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণ."[৩]

বিবাহের ক্ষেত্রে বংশীয় ও সাময়িক কারনে মুহাররামাত তথা নিষিদ্ধ মহিলা সমূহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ﴾

অর্থ: "উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থ ব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল "।[৪]

---

১. সুরা নিসা-২০

২. সুরা নিসা-২২

৩. সুরা নিসা-২৩

৪ . সুরা নিসা-২৪

অর্থাৎ উল্লেখিত মহিলাগণ ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য মহিলাদের বিবাহ করা বৈধ করা হয়েছে। অতএব হালাল পন্থায় যৌন সম্ভোগ উপভোগ করার জন্য তাদেরকে যখন বিবাহ করবে তখন তাদের জন্য ধার্যকৃত মোহর প্রদান কর। নির্ধারিত মোহর থেকে তারা যদি সন্তুষ্টচিত্তে কিছু মাফ করে দেয় তবে এতে তোমাদের কোন গোনাহ্ হবে না।

জমহুর সাহাবাগণ ও তৎপরবর্তীগণ এভাবেই এই আয়াতের তাফসীর করেছেন"।[১]

অনুরূপভাবে তাদেরই শায়খ আল-তুসী স্বীয় "তাহযীবুল আহকাম" নামক গ্রন্থে মুত'আহ্ বিবাহকে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করেন, তিনি বলেন, "উক্ত মহিলা যদি সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারের হয় তাহলে তার সাথে মুত'আহ্ বিবাহ করা জায়েয নয় কেননা এতে তার পরিবারের লোক আত্মমর্যাদার হানিকর বোধ করবে এবং উক্ত মহিলাও লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করবে"।[২]

শুধু এখানেই সীমিত নয় বরং রাফেযীরা মহিলাদের পায়খানার দ্বারে যৌন সঙ্গম করাও জায়েয করেছে। "আল-ইস্তেবছার" নামক গ্রন্থে এসেছে, আলী ইবনুল হাকাম এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন, "আমি সাফওয়ানকে বলতে শুনেছি তিনি

[১]. শায়খ আবদুল্লাহ্ বিন জিবরিন (রাহেমাহুল্লাহ্) বক্তব্য এরূপ। মুত'আহ্ বিবাহ হারামের ব্যাপারে সুন্নাতের দলীল হচ্ছে; রাবীঈ' ইবনে সাবরাহ্ আল জুহানীর হাদীস; তাঁর পিতা তাঁকে এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলেন এমতাবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদেরকে নারীদের নিকট থেকে ফায়দা গ্রহণের (মুত'আহ্ বিবাহের) অনুমতি দিয়েছিলাম কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করেছেন অতএব তোমাদের মধ্যে যার নিকট এরূপ মহিলা রয়েছে সে যেন তার পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং তাকে যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছো তা থেকে তোমরা কিছুই গ্রহণ করো না। (মুসলিম- অধ্যায়: নিকাহ্, অনুচ্ছেদ: নিকাহুল মুত'আহ্)

[২]. আল-তুসী: তাহযীবুল আহকাম-৭/২২৭।

বলেন, আমি রেযাকে বলি যে, জনৈক ব্যক্তি একটি মাসআলাহ্ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু আমি তা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছি; রেযা বলেন, সে প্রশ্নটি কি? তিনি বলেন, পুরুষ কি নারীর পায়খানার দ্বারে যৌন সঙ্গম করতে পারে? তিনি বলেন, হ্যাঁ পারবে, এটা তার অধিকার"।[১]

[১]. আল তুসীঃ আল এস্তেবসার-(৩/২৪৩)

নাজাফ ও কারবালা সম্পর্কে রাফেযীদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং এ স্থান যিয়ারতের ফযিলত কি?

শী'আরা তাদের ইমামদের ধারণাপুষিত কবর স্থান অথবা বাস্তব কবর স্থান সমূহকে পবিত্র ও সম্মানিত ধর্মীয় স্থান হিসেবে গণ্য করে থাকে। যেমন; কুফা সম্মানিত পবিত্র স্থান, কারবালা সম্মানিত পবিত্র স্থান এবং কুম্ম সম্মানিত পবিত্র স্থান। তারা সাদেক এর নিকট হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর জন্য একটি হারাম তথা সম্মানিত পবিত্র স্থান রয়েছে, তা হচ্ছে; মক্কা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য একটি হারাম তথা সম্মানিত পবিত্র স্থান রয়েছে, তা হচ্ছে; মদীনা এবং আমিরুল মু'মিনীন আলী রাযিআল্লাহু আনহু এর জন্য একটি হারাম তথা সম্মানিত পবিত্র স্থান রয়েছে, তা হচ্ছে; কুফা আর আমাদের জন্য একটি হারাম তথা সম্মানিত পবিত্র স্থান রয়েছে, তা হচ্ছে; কুম্ম।

তাদের নিকট কারবালার মর্যাদা বায়তুল্লাহ্ তথা কা'বা থেকে অনেক উত্তম। "বেহারুল আনওয়ার" নামক গ্রন্থে আবু আবদুল্লাহ্ জা'ফর সাদেক হতে বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন,"আল্লাহ্ তা'আলা কা'বার প্রতি এ মর্মে অহী করেন যে, যদি কারবালার মাটি না হত তাহলে তোমার কোন ফযিলত দিতাম না, (হোসাইন যদি কারবালার মাটি স্পর্শ না করতো তাহলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না এবং ঐ ঘরও (মক্কার মসজিদে হারাম) সৃষ্টি করতাম না যে ঘরের দ্বারা আমি ফখর করি অতএব কারবালার মাটির প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে ধীর-স্থীরভাবে নতজানু, লজ্জিত-অপমানিত, হীন ও ছোট হয়ে থাকো কোন প্রকার অহংকার ও ফখর করো না যদি এরূপ না করো

তাহলে তোমার প্রতি অসন্তোষ হয়ে তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো"।[১]

শুধু এতেই সীমিত নয় বরং রাফেযী শী'আরা কারবালায় হোসাইনের কবর যিয়ারতকে ইসলামের পঞ্চম রুকন বায়তুল্লাহিল হারামের হজ্জ পালন অপেক্ষা উত্তম গণ্য করে থাকে। আল মাজলেসী স্বীয় "বেহারুল আনওয়ার" নামক গ্রন্থে বাশির আদ্ দাহ্হান এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন তিনি বলেন, "আমি আবু আবদুল্লাহকে বললাম যে, যদি আমার হজ্জ ছুটে যায় আর আমি হুসাইনের মর্যাদা অনুধাবন করে তার কবরের নিকট যাই তাহলে কি আমার হজ্জ হবে? জবাবে তিনি বলেন, হে বাশির! তুমি ভালই করেছ, যে কোন মুসলিম যদি ঈদের দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন হুসাইনের মর্যাদা যথাযথভাবে অনুধাবন করে তার কবরের নিকট আসে তাহলে তার জন্য বিশটি মাবরুর ও কবুল হজ্জ এবং বিশটি মাবরুর ও কবুল উমরার সমপরিমাণ ফযিলত লেখা হয় এবং প্রেরিত নবী-রাসূল অথবা ন্যায় পরায়ণ ইমাম (শাসক) এর সঙ্গি হয়ে বিশটি যুদ্ধের ফযিলত লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি হুসাইনের যথাযথ মর্যাদা অনুধাবন করে আরাফার দিনে তার কবর যিয়ারত করে তার জন্য এক হাজার মাবরুর ও কবুল হজ্জ ও বিশটি মাবরুর ও কবুল উমরার সমপরিমাণ ফযিলত লেখা হয় এবং প্রেরিত নবী-রাসূল অথবা ন্যায় পরায়ণ ইমাম (শাসক) এর সঙ্গি হয়ে এক হাজার যুদ্ধের ফযিলত লেখা হয়।

উল্লেখিত গ্রন্থে আরো বলেন যে, কারবালাতে হুসাইনের কবর যিয়ারতকারীগণ হচ্ছে; অতি পুত-পবিত্র আর আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে অবস্থানকারীগণ হচ্ছে; যেনাকারীর (জারজ)

---

১. বেহারুল আনওয়ার-(১০/১০৭)

সন্তান, নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক। "আলী ইবনে আসবাত তিনি আবু আবদুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আরাফার দিন সন্ধ্যা বেলায় হুসাইনের কবর যিয়ারতকারীদের প্রতি (নজর দিত) দেখতে শুরু করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আরাফায় অবস্থানকারীদের প্রতি নজর দেয়ার পূর্বেই? জবাবে বলেন, হ্যাঁ! আমি বললাম, এটা কিভাবে সম্ভব? তিনি বলেন, এটা এই জন্য সম্ভব যে, আরাফায় অবস্থানকারীগণ হচ্ছে; যেনার (জারজ) সন্তান আর হুসাইনের কবর যিয়ারতকারীদের মধ্যে কোন যেনার সন্তান নেই"।[১]

শুধু তা-ই নয় বরং তাদের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আলী আল সিস্তানী স্বীয় "মিনহাজুস সালেহীন" নামক গ্রন্থে মসজিদ সমূহে সালাত আদায়ের চাইতে ঐতিহাসিক স্মরণীয় স্থান সমূহে সালাত আদায়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, "ইমামগণের ঐতিহাসিক স্মরণীয় স্থান সমূহে সালাত আদায় করা ভাল কাজ বরং সেখানে সালাত আদায় করা মসজিদে সালাত আদায় অপেক্ষা উত্তম। আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলী রাযিআল্লাহু আনহু এর নিকট সালাত আদায় করা মসজিদে সালাত আদায় অপেক্ষা দুই লক্ষ গুণ বেশী ফযিলত"।[২]

তাদের শায়খ আব্বাস আল কাশানী স্বীয় "মাসাবিহুল জিনান" নামক গ্রন্থে কারবালার ব্যাপারে চরম সীমা লঙ্ঘণ করেছেন, তিনি বলেন, "ইসলামের দৃষ্টিতে কারবালার ভূমি হচ্ছে; সর্বাধিক পবিত্র ভূমি, দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে অন্যান্য ভূমি অপেক্ষা কারবালার ভূমিকে অনেক মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে, অতএব সে স্থানটি আল্লাহর পুত-পবিত্র ও বরকতপূর্ণ ভূমি,

---

১. আল মাজলেসী: বেহারুল আনওয়ার-৮৫/৯৮।

২. আল সিস্তানী: মিনহাজুস সালেহীন-১/১৮৭

আল্লাহর প্রতি নত ও অনুগত ভূমি, আল্লাহর বাছাইকৃত ভূমি, বরকতময় শান্তিপূর্ণ সম্মানিত স্থান, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ঐ ভূমিকে হারাম তথা সম্মানিত করেছেন। কারবালা হচ্ছে; ইসলামের গম্বুজ এবং সেই সমস্ত স্থানের অন্তর্ভূক্ত যেখানে এবাদত ও দু'আ প্রার্থনা করা মহান আল্লাহ্ পছন্দ করেন। আল্লাহর এমন ভূমি যে ভূমির মাটিতে শিফা তথা আরোগ্য রয়েছে। উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যসহ আরো অনুরূপ বৈশিষ্ট্য যা কারবালায় বিদ্যমান রয়েছে তা পৃথিবীর আর অন্য কোন ভূমিতে বিদ্যমান নেই এমনকি কা'বাতেও না"।[১]

মুহাম্মাদ আল নু'মান যার উপাধী শায়খুল মুফিদ তার "আল মাযার" নামক গ্রন্থে কুফার মসজিদের ফযিলত অধ্যায়ে এসেছে; আবু জা'ফার আল বাকের হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "মানুষ যদি কুফা মসজিদের ফযিলত জানতো তাহলে দুর প্রান্ত থেকে হলেও সেখানে আসার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করত, নিশ্চয় সেখানে এক ওয়াক্ত ফরয সালাত আদায় একটি হজ্জ পালনের সমপরিমাণ আর এক ওয়াক্ত নফল সালাত একটি উমরাহ্ পালনের সমপরিমাণ"।[২]

উল্লেখিত গ্রন্থে "কবরের নিকট অবস্থানকালে পঠিত বাক্য" নামক অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, হুসাইনের কবর যিয়ারতকারী স্বীয় ডান হাত ইশারা করে দীর্ঘ দু'আর মধ্যে বলবে যে, "আপনার নিকট যিয়ারত করতে এসেছি এজন্য যে, আমার কদম যেন আপনার প্রতি হিজরতের সময় অটল থাকে, আমি এ ইয়াকিন রাখি যে, আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ্ চিন্তা-ভাবনা ও দু:খ-দূর্দশা দুর করেন এবং আপনার মাধ্যমেই রহমত নাযিল করেন, আপনার উছিলায় বা মাধ্যমে পৃথিবী অনড় থাকে এবং আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড় সমূহকে তার যথা

[১]. আব্বাস আল কাশানী: মাসাবিহুল জিনান-পৃ ৩৬০

[২]. শায়খুল মুফিদ: কিতাবুল মাযার-পৃ: ২০

স্থানে স্থাপন করেন, অতএব হে আমার সরদার! আমি আপনার মাধ্যমেই আমার প্রয়োজন মেটানো ও গোনাহ্ মাফের জন্য আমার রব্বের প্রতি রুজু হচ্ছি"।[১]

হে সম্মানিত পাঠক! ভেবে দেখুন, কিভাবে তারা গায়রুল্লাহ্ তথা মানুষের নিকট নিজের প্রয়োজনাবলী মেটানো ও গোনাহ্ মাফের তলব করে শির্কে লিপ্ত হচ্ছে, কিভাবে এটা সম্ভব হতে পারে? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾

"আল্লাহ্ ছাড়া আর কে গোনাহ্ মাফ করবে?"[২]

অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত গোনাহ্ মাফ করার মত আর কেউ নেই। এরূপ শির্ক থেকে আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাই।

---

[১]. শায়খুল মুফিদ: কিতাবুল মাযার- পৃ: ৯৯

[২]. সুরা আল ইমরাণ-১৩৫

রাফেযী শী'আহ্ ও আহলে সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য

নিযামুদ্দীন মুহাম্মাদ আল আ'যামী স্বীয় "আশ শী'আতু ওয়াল মুত'আহ্" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, "আমাদের ও তাদের অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও শীআদের মধ্যে শুধু মুত'আহ্ বিবাহের মাসআলার ন্যায় ফিকহের শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রেই খেলাফ নয়, এমনটি কখনই নয় বরং প্রকৃত খেলাফ হচ্ছে; মূলনীতির মধ্যে অর্থাৎ আক্বীদা বিশ্বাসের মধ্যে বিশাল পার্থক্য। যেমন;

(ক) রাফেযীগণ বলেন যে, পবিত্র কুরআন পরিবর্তিত ও অসম্পূর্ণ। আর আমরা বলি, পবিত্র কুরআন অপরিবর্তিত ও সম্পূর্ণ। কিয়ামত পর্যন্ত কস্মিনকালেও পবিত্র কুরআনে কোন ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও কমতি আসবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾ ﴾

"নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই এর সংরক্ষক"।[১]

(খ) রাফেযী শীআ'রা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর কতিপয় সাহাবী ব্যতীত সবাই মুরতাদ হয়ে পূর্ব ধর্মে ফিরে যায় এবং তাদের প্রতি অর্পিত দ্বীন ও আমানতের খেয়ানত করে। এমনকি প্রথম তিন খলিফাসহ: আবু বকর, উমার ও উছমান রাযিআল্লাহু আনহুম। এজন্যই তাদের দৃষ্টিতে এই সাহাবীগণ পথভ্রষ্ঠ-বিভ্রান্ত ও বড় কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তি। (নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেকা)

---

[১]. সুরা আল হিজ্র-৯

এর জবাবে আমরা বলি, নবী-রাসূলদের পরে সাহাবাগণই হচ্ছেন সর্বোত্তম মানুষ। তাঁরা সবাই ন্যায়পরায়ণ, নবীদের ব্যাপারে কখনই মিথ্যারোপ করেননি এবং হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

(গ) রাফেযী শীআ'রা বলেন, কেবলমাত্র রাফেযীদের বারজন ইমামই হচ্ছে; নিস্পাপ এবং এই ইমামগণ গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয় জানেন বরং নবী-রাসূল ও ফেরেশতা- মন্ডলী যে সব বিষয় জানেন ঐ ইমামগণও অনুরূপ বিষয় জানেন। যা ছিল ও যা হবে অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যত সবই তাঁরা জানেন, কোন জিনিসই তাঁদের নিকট গোপন নয়। শুধু তাই নয় বরং তারা পৃথিবীর সমস্ত ভাষাও জানেন এবং সমস্ত পৃথিবী তাদেরই জন্য।

এর জবাবে আমরা বলি, ঐ ইমামগণও অন্য সমস্ত মানুষের মতই মানুষ অতএব ঐ ইমামগণ ও অন্য মানুষের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই তাদের মধ্যেও ফকীহ্, আলেম ও খলিফা রয়েছেন। অতএব যে সমস্ত বিষয় ঐ ইমামগণ নিজে দাবী করেন নি সে সমস্ত বিষয় তাদের প্রতি সম্পৃক্ত করব না। বরং ঐ সমস্ত দাবীর বিষয়গুলি তারা নিষেধ করেছেন এবং এসব থেকে তারা নিজেদেরকে মুক্ত রেখেছেন"।[১]

---

[১]. নিযামুদ্দীন আল আ'যামী: "আশ্ শীআ'তু ওয়াল মুতআ'হ্" এর ভূমিকা- পৃ-৬

আশুরা সম্পর্কে রাফেযীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও তাদের নিকট এই দিনের ফযিলত কি?

রাফেযী শীআ'রা প্রতি বছর মুহার্‌রাম মাসের প্রথম দশদিনে বিশেষ করে আশুরার দিন অর্থাৎ দশই মুহাররাম তারিখে খুবই গুরুত্বের সাথে হুসাইন রাযিআল্লাহু আনহু এর শাহাদতের স্মরণার্থে মর্মাহত হয়ে কালো পোষাক পরিধান করে, রাস্তায় রাস্তায় আনন্দ র‍্যালী ও মিছিল এবং অন্যান্য সাধারণ স্থানসমূহে মাতম, চিৎকার করে কান্না-কাটি ও বিভিন্ন ধরনের মাহফিলের আয়োজন করে থাকে। এসব কাজকে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের বড় পথ বলেও বিশ্বাস করে। দুই হাত দ্বারা নিজেদের দুই গাল, বুক ও পিঠ চাপড়াতে থাকে এবং 'ইয়া হুসাইন ইয়া হুসাইন' বলে জোরে জোরে চিৎকার করে কান্না-কাটি করে ও পরিহিত জামা-কাপড় ছিঁড়তে থাকে। শুধু তা-ই নয়; ইরানসহ আরো অন্যান্য শীআ' অধ্যুষিত দেশে তারা লোহার শিকল এবং তরবারী ও চাকু দ্বারা নিজেরা নিজেদেরকে আঘাতও করতে থাকে।

তাদের পন্ডিতগণ এরূপ জঘণ্য কাজের প্রতি উৎসাহিত করে থাকেন যেমন; মুহাম্মাদ হাসান আল কাশেফ নামক জনৈক পন্ডিতকে তাদের সন্তানদের এরূপ বুক ও পিঠ চাপড়ানোসহ ইত্যাদি কর্মকান্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এগুলি তো (জায়েয) আল্লাহর মহান নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভূক্ত । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ٣٢ ﴾

অর্থ: "এটি-ই আল্লাহর বিধান, আর যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করবে সে তো তার অন্তরস্থিত আল্লাহ্ ভীতি থেকেই তা করবে "।[১]☆

"তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন যাতে তোমরা তাতে আরাম করতে পার আর তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সুরা কাসাস–৭৩)

---

[১]. সুরা হাজ্জ-৩২

(☆) এরূপ ক্রিয়া-কান্ড তারা প্রতি বছরই পালন করে অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহীহ্ হাদীসে ঐ ভাবে গাল ও বুক চাপড়ানো (পরিহিত জামা টেনে ছিঁড়া ছিঁড়ি করা) নিষেধ করেছেন যা ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন।.. .. কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত এই রাফেযীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐ সহীহ হাদীসকে দেয়ালে নিক্ষেপ করে চলছে।

বায়'আত সম্পর্কে রাফেযী (শী'আদের) ধর্মীয় বিশ্বাস

রাফেযী শী'আরা তাদের বারজন ইমামের শাসন ব্যবস্থা ছাড়া অন্যদের হুকুমত তথা শাসন ব্যবস্থাকে বাতিল বলে গণ্য করে থাকে। যেমন আবু জা'ফর বলেন, "মাহদী রাফেযীর পূর্বে যেই পতাকা উত্তোলন করা হবে (অর্থাৎ হুকুমত কায়েম করা হবে) সেই হুকুমতের অধিকারী-ই হবে তাগুত।"[১]

যে শাসক আল্লাহর পক্ষ হতে না হবে তার আনুগত্য করা জায়েয নয় তবে তুকইয়ার ভিত্তিতে তথা (হিলা-বাহানা করে বাঁচার জন্য) আনুগত্য করা যায়। আর অত্যাচারী ও পাপাচারী ইমাম (শাসক) এবং অনুরূপ কিছু বিশেষণের অধিকারী এমন ব্যক্তি যে ইমাম (শাসক) হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা তার আনুগত্য করা জায়েয নয়। তারা (রাফেযী শী'আহ্) এসব বিশেষণ তাদের ইমাম ব্যতীত অন্য সকল মুসলিম শাসক ও বিচারকদের সাথে ব্যবহার করে থাকে। আর মুসলিম শাসকদের মধ্যে যাদেরকে এরূপ গুণের প্রথম সারিতে স্থান দিয়ে থাকে তারা হলেন; খুলাফায়ে রাশেদীন তথা আবু বকর, উমার ও উছমান রাযিআল্লাহু আনহুম।

প্রথম তিন খলিফার ব্যাপারে আল মাজলেসী নামক জনৈক পথভ্রষ্ট রাফেযী শী'আহ্ স্বীয় "বেহারুল আনওয়ার" নামক গ্রন্থে বলেন, "নিশ্চয় তারা ছিলেন অত্যাচারী, ছিনতাইকারী ও মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী আহলে বায়তদের প্রতি যুল্‌ম তথা অত্যাচার করার জন্য তাদের উপর ও তাদের অনুসারীদের উপর আল্লাহর লা'নত (অভিসম্পাৎ) বর্ষিত হোক।"[২]

---

১. আল কাফী বি শারহিল মাযিন্দারানী (১২/৩৭১), আরো দেখুন: কিতাবুল বিহার (২৫/১১৩)

২. আল মাজলেসী: বেহারুল আনওয়ার (৪/৩৮৫)

এই হচ্ছে; তাদের ইমাম আল মাজলেসীর কথা যার কিতাবকে তাদের নিকট নবী-রাসূলগণের পর এই উত্তম উম্মতের মধ্যে হাদীসের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

মুসলিম খলিফাদের ব্যাপারে তাদের এই নীতির উপর ভিত্তি করেই যারা ঐ মুসলিম খলিফাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে তাদেরকে তাগুত ও অত্যাচারী হিসেবে গণ্য করে থাকে। যেমন; আল কুলাইনী উমার ইবনে হানযালাহ্ হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, "আমি আমাদের সঙ্গি-সাথীদের মধ্য হতে এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে আবু আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করি যাদের মধ্যে দ্বীন অথবা মীরাছ তথা উত্তরাধিকার এর বিষয়ে বিবাদ ছিল ফলে তারা সুলতান তথা শাসক অথবা বিচারকের নিকট ফায়সালার জন্য যায়, এটা কি বৈধ? জবাবে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বৈধ বিষয়ে হোক অথবা বাতিল বিষয়ে হোক তাদেরকে বিচারক হিসেবে গ্রহণ করে তাদের ফায়সালা মেনে নেয় সে প্রকৃত পক্ষে হারামই গ্রহণ করে; যদিও সে বিষয়টি তার জন্য বৈধ সাব্যস্ত হয়ে থাকে কেননা সে তা গ্রহণ করেছে তাগুতের ফায়সালা অনুযায়ী।"[১]

আল খুমায়নী স্বীয় "আল হুকুমাতুল ইসলামিয়াহ্" নামক গ্রন্থে বলেন, "স্বয়ং ইমাম নিজেও তাদের বাদশাহ্ ও বিচারকদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাকবে, কেননা তাদের নিকট যাওয়ার অর্থই হচ্ছে তাগুতের নিকট যাওয়ার শামিল"[২]

---

[১]. আল কুলাইনী: আল কাফী (১/৬৭), আত-তাহযীব (৬/৩০১) ও যার নিকট ফকীহ্ উপস্থিত হয়নি (৩/৫)।

[২]. আল খুমাইনী: আল হুকুমাত আল ইসলামিয়াহ্-৭৪

"আত-তুকইয়া ফী ফিকহে আহলিল বায়ত" নামক গ্রন্থের নবম অনুচ্ছেদে আয়াতুল্লাহ্ আলহাজ শায়খ মুসলিম আদ-দাওয়ারীর থিসিসের এক রিপোর্টে অত্যাচারী বাদশাহ্ এর নিকট কাজ করার বিধান সম্পর্কে এসেছে, অত্যাচারী বাদশাহ্ বলতে উদ্দেশ্য হলো; সুন্নী শাসক বা বিচারক। তার বক্তব্যের ভাষা নিম্নরূপ; " বাদশাহর কাজে অনুপ্রবেশের বিধান হচ্ছে; তিন প্রকার; যথা: কখনও এই কাজে প্রবেশ বা অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে; মু'মিনদের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ এবং নিজেদের সুযোগ-সুবিধার বাস্তবায়ন ও প্রয়োজন পূর্ণ করা, এরূপ কাজ করা তাদের নিকট মুস্তাহাব, যা বিভিন্ন প্রকাশ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। আবার কখনও এর উদ্দেশ্য থাকে, এর মাধ্যমে নিজের জীবনোপকরণ ও প্রশস্ততা অর্জন। এরূপ করা জায়েয তবে ঘৃণিত কাজ। আর যদি তার মু'মিন ভাইদের প্রতি এহসান করে এবং তাদের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করে তাহলে তা তার জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ হবে। যে সমস্ত বর্ণনায় মু'মিনদের প্রতি এহসান ও তাদের দুঃখ-কষ্ট দুরী করণের শর্ত আরোপিত হয়েছে, পূর্বে উল্লেখিত কতিপয় বর্ণনায় তা প্রমাণিত হয়। আবার কখনও তা হয় পানাহারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। এরূপ করা মুবাহ্ ও জায়েয ঘৃণিত নয়।

আমি বলি! ভেবে দেখুন হে মুসলিম মিল্লাত! কিভাবে তারা আহলে সুন্নাতের (সুন্নাতের অনুসারী) প্রতি অত্যাচারীর ফায়সালা দেয়?!! এবং কিভাবে আহলে সুন্নাতের শাসক ও বিচারকের অধিনে কাজ-কর্ম তথা চাকুরি করার শর্তারোপ করে? উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে; সাধারণ শী'আদের উপকার সাধন, যেন সেই কাজ বৈধ হয়, আর এটা সকলের নিকট-ই প্রকাশ্য। অতএব রাফেযী (শী'আহ্) শাসকগণ হুকুমাত কায়েম করে

শুধুমাত্র রাফেযীদের জন্যই। তেমনিভাবে তারা যে স্থানেই কাজ করুক না কেন সেখানেই তাদের সঙ্গি-সাথীদের স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত করে থাকে অপরদিকে আহলে সুন্নাতকে (সুন্নাতের অনুসারীদেরকে) সেই কর্ম ও ঐ কর্মস্থল থেকে বিরত ও দুরে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যেন সেখানে তারা নিজেদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারে। তাদের এই অনিষ্ট থেকে মুসলমানদেরকে হেফাযতের জন্য মহান আল্লাহই যথেষ্ট।

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ্ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার আবাস হল জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়িদাহ্–৭২)

তাওহীদবাদী আহলে সুন্নাত ও মুশরিক রাফেযীদের মধ্যে সমন্বয়ের বিধান কি?

প্রিয় পাঠক! এ ব্যাপারে ডঃ নাসের আল কাফারীর "মাসআ-লাতুত তাক্বরীব" নামক কিতাবের সপ্তম অনুচ্ছেদে বলেন, " যে আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে, কুরআনের অপব্যাখ্যা করে, কুরআনের পরেও আল্লাহর ইমামদের উপর ইলাহী কিতাব নাযিলের ধারনা পোষন করে,[১] ইমামতকে নবুওয়াত বলে মনে করে। ইমামগণ যার নিকট নবীদের ন্যায় বরং আরো উত্তম। একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর যে এবাদত কেন্দ্রিক সকল রাসূলের রেসালত সেই এবাদতের সঠিক অর্থ বাদ দিয়ে ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করে এবং ইমামদের আনুগত্য করাই প্রকৃত এবাদত মনে করে আর ইমামদের সাথে অন্যদের আনুগত্য করা শির্কের শামিল ধারনা করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশিষ্ট সাহাবীদের কাফের বলে, তিনজন, চারজন অথবা সাতজন সাহাবী ব্যতীত সকল সাহাবীকে মুরতাদ কাফের বলে দাবী করে। যে ইমামত, এছমাত (নিস্পাপ) ও তুক্বইয়া এর বিশ্বাস নিয়ে মুসলিম জামা'আত থেকে বিরত ও বিচ্ছিন্ন থাকে এবং রাজা'আত,

[১]. প্রিয় পাঠক! এই পুস্তকের শেষাংশে দেখুন "আল বেলায়াহ্" নামক একটি সুরা, এই সুরাটির ব্যাপারে রাফেযী শী'আরা দাবী করে যে, কুরআন শরীফ থেকে এটিকে হযফ করা হয়েছে। সুরাটি নুরী আত-ত্বাবারাসীর " ফাসলুল খেতাব" নামক গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এরূপ দাবী অবশ্যই মিথ্যা দাবী এবং আল্লাহর অঙ্গিকারকে প্রত্যাখ্যানের শামিল। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি আর অবশ্যই আমরা তার সংরক্ষক।" (সুরা আল হিজর-৯) অতএব রাফেযীদের এরূপ ভ্রান্ত ও বাতিল আক্বীদা-বিশ্বাসে যারা বিশ্বাসী হবে তাদের কুফরীর ব্যাপারে কোন বিবেকবান জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কি সন্দিহান হতে পারে?

গায়বাত ও বাদাআ' এর কথা বলে তার সাথে কিভাবে সমন্বয় সম্ভব?"[১]

১. ডঃ নাসের আল কাফারী : মাসআলাতুত্-তাক্বরীব (২/৩০২)

রাফেযীদের ব্যাপারে সালাফে সালেহীন ও পরবর্তীদের উক্তি কি?

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্ (রহ্ঃ) বলেন, "আহলে এল্ম তথা বিদ্যানগণ বর্ণনাসূত্রে ও উদ্ধৃতিতে একথায় একমত যে, রাফেযীরা অতি মিথ্যাবাদী একটি দল, তাদের মধ্যে মিথ্যাবাদীতা ও মিথ্যাচার এর সভাব নতুন নয় বরং পূর্ব থেকেই তাদের মধ্যে এরূপ সভাব রয়েছে। এজন্যই মুসলিম ইমামগণ রাফেযীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠদেরকে অধিক মিথ্যাবাদীতার কারণেই চিনতেন।

আশ্হাব বিন আবদুল আজীজ বলেন, "ইমাম মালেক (রহ্ঃ) কে একদা রাফেযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাদের সাথে কথা বলো না, তাদের নিকট থেকে কোন কিছু বর্ণনাও করো না কেননা তারা মিথ্যা বলে। ইমাম মালেক আরো বলেন, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীকে গালি দেয় ইসলামের মধ্যে তার কোন নামই থাকতে পারে না। অথবা বলেন, ইসলামের মধ্যে তার কোন হিস্সা বা অংশই থাকতে পারে না।"

মহান আল্লাহর বানী;

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ .

অর্থ: "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর যে সব লোক তাঁর সঙ্গে আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের পরস্পরের প্রতি দয়াশীল। তাদেরকে তুমি দেখবে রুকু' ও সিজদায় অবনত অবস্থায়, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধানে নিয়োজিত। তাদের চিহ্ন হল, তাদের মুখমন্ডলে সিজদার প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে আছে। তাদের এমন দৃষ্টান্তের কথা তাওরাতে আছে, তাদের দৃষ্টান্ত ইঞ্জিলেও আছে। (তারা) যেন একটা চারাগাছ তার কচিপাতা বের করে, তারপর তা শক্ত হয়, অত:পর তা কান্ডের উপর মজবুত হয়ে দাড়িয়ে যায়- যা চাষীকে আনন্দ দেয়। (এভাবে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে দূর্বল অবস্থা থেকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করে দেন) যাতে কাফিরদের অন্তর গোস্বায় জ্বলে যায়।....."[১] উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে কাছীর (রহ্ঃ) বলেন, "উক্ত আয়াতের ক্ষেত্রে ইমাম মালেক রাফেযীদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে তার এক বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, যারা সাহাবীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষন করে তারা কাফের কেননা তারা সাহাবীদের প্রতি ঘৃণা পোষন করে আর যারা সাহাবীদের প্রতি ঘৃণা পোষন করে তারা তো উক্ত আয়াতকেই অস্বীকার করে আর কুরআনের আয়াতকে অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের।"

ইমাম কুরত্ববী (রহ্ঃ) বলেন, "ইমাম মালেক তার বক্তব্যে অতি সুন্দর কথা বলেছেন এবং ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও যথার্থ করেছেন, অতএব যদি কোন ব্যক্তি সাহাবীদের মধ্য হতে কোন একজনেরও মান ক্ষুন্ন করে অথবা কোন বর্ণনায় সাহাবীর প্রতি দোষারোপ করে কিংবা কুৎসা রটায় তাহলে সে সমগ্র বিশ্বের

---

১. সুরা আল ফাত্হ-২৯

প্রতিপালক আল্লাহর সাথেই প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং মুসলিমদের শরীয়তকে বাতিল প্রমাণ করে।"[১]

আবু হাতেম বলেন, আমাকে হুরমুলাহ্ বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফে'ঈকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, রাফেযী শী'আহ্ অপেক্ষা অধিক মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা আর কাউকে দেখিনি"

মু'মাল বিন আহাব বলেন, ইয়াযিদ বিন হারুনকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, প্রত্যেক বিদ'আতীর নিকট হতেই লিখা যায় যদি সে ঐ বিদ'আতের প্রতি মানুষকে আহ্বানকারী না হয়। কিন্তু রাফেযী শী'আদের নিকট হতে লিখা যায় না কেননা তারা অতি মিথ্যাবাদী বা বেশী বেশী মিথ্যা বলে"।

মুহাম্মাদ বিন সাঈদ আল আসবাহানী বলেন, "আমি কুফার কাযী শাবিক বিন আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাফেযী শী'আহ্ ব্যতীত অন্য সকলের নিকট হতে এল্ম গ্রহণ করি কেননা তারা মাওযু তথা মিথ্যা হাদীস তৈরী করে এবং ঐ বানোয়াট মিথ্যা হাদীসকেই দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে"।

মু'আবিয়াহ্ বলেন, "আমি আ'মাশকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে, মানুষ তাদেরকে অর্থাৎ মুগীরাহ্ ইবনে সাঈদ রাফেযীর সঙ্গি-সাথীদের মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কোন নামেই বিশেষিত করত না।" ইমাম যাহাবী অনুরূপই উল্লেখ করেছেন।[২]

পূর্ববর্তী ইমামগণ যা বলেছেন তার উপর সংক্ষিপ্তভাবে কিছু মন্তব্য পূর্বক শায়খুল ইসলাম বলেন, "তাদের এই বিদ'আতের ভিত্তিই হচ্ছে; মনগড়া ইসলাম অথবা নাস্তিক্যবাদ অথবা যিনদিক

---

[১]. ডঃ নাসের আল কাফারী: উছুল মাযহাবিশ্ শী'আহ্ আল ইমামিয়াহ্ আল ইছনা আশারিয়াহ্ (৩/১২৫০)

[২]. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্: মিনহাজুস সুন্নাহ্ (১/৫৯-৬০)

অর্থাৎ যারা কুফরকেই ইসলাম বলে মনে করে তাদের মূলনীতি হতে গৃহিত, আর তাদের মধ্যে অসংখ্য মিথ্যা ও বানোয়াট রয়েছে। এটাকে স্বীকার করেই তারা বলে থাকে যে, আমাদের দ্বীন বা ধর্মই হচ্ছে তুকইয়া। তুকইয়া হচ্ছে এই যে, ব্যক্তি মুখে যা বলবে অন্তরে তার বিপরীত গোপন রাখবে। আর এটাই হচ্ছে, মিথ্যা ও মুনাফিকী অথচ তারা এর মধ্যেই নিমজ্জিত। ঘটনাটি এ রকম যে, নিজে চোর হয়ে অন্যকে চোর বলা।"[১]

আবদুল্লাহ্ বিন আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, "আমি আমার পিতাকে রাফেযী শী'আহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এরা আবু বকর ও ওমার রাযিআল্লাহু আনহুমকে গাল মন্দ করে।"

একদা ইমাম আহমাদকে আবু বকর ও ওমার রাযিআল্লাহু আনহুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাদের প্রতি রহম করা হয়েছে এবং যারা তাদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষন করে তা থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত ও পুত-পবিত্র।[২]

আবু বকর আল মারওয়াযী হতে খাল্লাল বর্ণনা করেন, যে আবু বকর, ওমার ও আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহুমকে গালি-গালাজ করে তার সম্পর্কে আমি আবু আবদুল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "সে ইসলামের গন্ডির ভেতরে আছে বলে আমি মনে করি না।"[৩] অর্থাৎ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে।

অনুরূপভাবে খাল্লাল আরো বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হার্‌ব ইবনে ইসমাঈল আল কিরমানী আমাকে খবর দেন, তিনি বলেন,

---

[১]. শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্: মিনহাজুস সুন্নাহ্ (১/৬৮)

[২]. আল মাসায়েল ওয়াল রাসায়েল আল মারবিয়াহ্ আনিল ইমাম ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল লি আবদিল ইলাহ্ ইবনে সুলাইমান আল আহমাদী (২/৩৫৭)

[৩]. আল খাল্লাল: আস সুন্নাহ্ (৩/৪৯৩) , ইমাম আহমাদ যে রাফেযীদের কাফের বলেছেন তা এ কথা থেকেও স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

মুসা ইবনে হারুন ইবনে যিয়াদ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "জনৈক ব্যক্তি যখন আল ফিরইয়াবীকে এ মর্মে জিজ্ঞেস করেন যে, যে ব্যক্তি আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহুকে গালি দেয় সে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন তিনি জবাবে বলেন, সে ব্যক্তি অবশ্যই কাফের। জনৈক ব্যক্তি আবারো জিজ্ঞেস করেন, তার কি জানাযা পড়া হবে? তিনি বলেন, না।"[১]

ইবনে হায্ম বলেন, "রাফেযী শী'আরা মুসলিম নয়, তাদের কথা দ্বীনের ব্যাপারে দলীল হিসাবেও গণ্য নয়, এটি একটি নতুন মতবাদ বা দল যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পচিঁশ বছর পর সৃষ্টি হয়েছে। এটি এমন একটি দল যে, তারা ইয়াহুদ ও নাছারাদের মত মিথ্যা ও কুফরীর উপর নির্ভর করেই চলে।"[২]

আবু যুর'আহ্ আল রাযী বলেন, " যদি তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখ যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন এক সাহাবীর মর্যাদা হানীকর কোন কথা বলছে অথবা তাদের মর্যাদা নিয়ে সমালোচনা করছে তাহলে যেনে রেখো যে, সে অবশ্যই যিনদিক।"[৩]

সাউদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড এর নিকট সাউদী আরবের উত্তর সীমান্ত থেকে কতিপয় ব্যক্তি এই মর্মে প্রশ্ন করেন যে, সেখানে জা'ফারিয়াহ্ মাযহাবের একদল লোক রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের যবেহকৃত গোস্ত খাওয়া থেকে

---

[১].আল খাল্লাল: আস্সুন্নাহ্-(৩/৪৯৯)

[২]. ইবনে হায্ম: আল মিলাল ওয়ান নিহাল (২/৭৮)

[৩]. যিনদিক: যে কুফরী বিশ্বাস অন্তরে পোষন করে এবং ঐ বিশ্বাসকে মুসলিম বিশ্বাস বলে দাবী করে তাকেই যিনদিক বলা হয়। (অনুবাদক)

বিরত থাকে আবার কেউ কেউ তা ভক্ষণ করে। অতএব আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমরা কি তাদের যবেহ্কৃত গোস্ত খেতে পারব? জ্ঞাতব্য যে, তারা বিপদাপদে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দে আল্লাহকে ডাকার পরিবর্তে আলী, হাসান, হুসাইন ও তাদের অন্যান্য নেতাদের আহ্বান করে থাকে।

স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড মাননীয় শায়খ আবদুল আজীজ বিন বায (রাহেমাহুল্লাহ্), শায়খ আবদুর রাজ্জাক আফীফি, শায়খ আবদুল্লাহ্ বিন গুদাইয়ান ও শায়খ আবদুল্লাহ্ বিন কুউদ (আল্লাহ্ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন) এর নেতৃত্বে উক্ত প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন।

জবাবঃ

সকল প্রশংসা এক আল্লাহর জন্য আর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পরিবার-পরিজন ও সঙ্গি-সাথীদের উপর। অত:পর.. .

"বিষয়টি যদি এমনই হয় যেমন প্রশ্নকারী উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ জা'ফারিয়াহ্ মাযহাবের লোকজন আল্লাহর পরিবর্তে আলী, হাসান, হুসাইন ও তাদের নেতাদের আহ্বান করে থাকে তাহলেতো তারা অবশ্যই মুশরিক-মুরতাদ ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। নাউযুবিল্লাহ্। তাদের যবেহ্কৃত গোস্ত ভক্ষণ করা হালাল হবে না কেননা যদিও তারা যবেহ্ করার সময় বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে থাকে তবুও তা সাধারণ মৃত জানোয়ারের ন্যায় হয়ে গেছে।"[১]

অনুরূপভাবে শায়খ আবদুল্লাহ্ বিন আবদুর রহমান আল জিবরীন (রাহেমাহুল্লাহ্) কেও এই মর্মে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মুহতারাম শায়খ! আমাদের শহরে একজন রাফেযী আক্বীদায়

---

[১]. ফাতাওয়া লাজনাহ্ দায়েমাহ্ লিল ইফতা: ২/২৬৪

বিশ্বাসী লোক রয়েছে, সে কসাই এর কাজ করে ফলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতেরও কিছু লোক তাদের পশু যবেহ্ করার জন্য তার নিকট যায়। তেমনিভাবে সেখানে কিছু কিছু রেষ্টুরেন্টেও ঐ ব্যক্তিসহ সেই পেশার আরো কয়েকজন কাজ করে।

অতএব ঐ রাফেযী শী'আ সহ অনুরূপ ব্যক্তিদের সাথে আচরণ ও ব্যবহার বিধি কিরূপ হওয়া উচিৎ? তার যবেহ্কৃত পশুর গোস্ত খাওয়া হালাল না হারাম? এ বিষয়ে আপনার নিকট ফাতাওয়া জানতে চাই। আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

জবাবঃ ওয়া আলাইকুম আস্সালাম, রাফেযী আক্বীদায় বিশ্বাসী কোন লোক দ্বারা পশু যবেহ্ করা বৈধ নয় এবং তার যবেহ্কৃত গোস্ত খাওয়াও হালাল নয়। কেননা রাফেযী আক্বীদায় বিশ্বাসীরা মুশরিক, তারা সুখে-দুঃখে আলী ইবনে আবি তালেবকেই সর্বদা আহ্বান করে থাকে এমনকি আরাফার ময়দানে এবং তাওয়াফ ও সাঈতেও। আলী রাযিআল্লাহু আনহু এর সন্তানদের এবং তাদের ইমামদেরকেও অনুরূপভাবে আহ্বান করে থাকে, যা আমরা একাধিকবার শুনেছি। এরূপ আহ্বান স্পষ্ট শির্কে আকবারের শামিল এবং এর ফলে মুরতাদ হয় ও ইসলামের গন্ডি হতে বের হয়ে যায়। একারণেই তারা ইসলামের দৃষ্টিতে হত্যা যোগ্য হয়ে যায়।

তেমনিভাবে আলী রাযিআল্লাহু আনহু এর বিবরণ ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে তারা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন করে থাকে এবং তাঁকে এমন কিছু বিশেষনে বিশেষিত করে যা শুধুমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো জন্যে শোভা পায় না। যেমন আলী রাযিআল্লাহু আনহুকে রব্ব ও খালেক তথা সকল কিছুর সৃষ্টি কর্তা ও লালন-পালন কর্তা হিসেবে গণ্য করে, সৃষ্টি জগতের

নিয়ন্ত্রক বা পরিচালক মনে করে, এলমুল গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী বলে এবং তিনিই ভাল-মন্দের মালিক বলেই বিশ্বাস করে। এসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলেই তারা মুরতাদ।

এখানেই সীমিত নয় বরং তারা কুরআন শরীফের প্রতিও সন্দিহান তথা এ ব্যাপারেও তারা বিরূপ সমালোচনা করে থাকে। যেমন তারা এটা ধারনা করে থাকে যে, সাহাবাগণ কুরআন শরীফের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং আহলে বায়ত ও তাদের শত্রুদের সাথে সম্পৃক্ত বহু বিষয় কুরআন শরীফ থেকে হযফও করেছেন। এ বিশ্বাসের কারণেই তারা কুরআন শরীফের অনুসরণ করে না এবং কুরআন শরীফকে উপযুক্ত দলীল হিসেবেও গ্রহণ করে না।

তেমনিভাবে তারা প্রধান প্রধান সাহাবীদের প্রতিও দোষারোপ করে থাকে যেমন; প্রথম তিন খলিফাসহ অন্যান্য আশারায়ে মুবাশ্শারাগণ, উম্মাহাতুল মু'মিনীন (নবী পত্নিগণ), প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ যেমন, আনাস, জাবের, আবু হুরায়রাহ্ রাযিআল্লাহু আনহুমসহ অনুরূপ অন্যান্যগণ। এসব জলিলূল কৃদর সাহাবীদের হাদীস গ্রহণ করে কেননা তাদের ধারনা অনুযায়ী এসব সাহাবা কাফের।

সহীহাইন তথা বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসের উপর তারা আমল করে না, তবে যে সমস্ত হাদীস আহলে বায়ত থেকে এসেছে সেগুলির উপর আমল করে। মিথ্যা বানোয়াট ও দলীল প্রমাণ বিহীন উক্তি দ্বারা সহীহাইনের হাদীসকে রোধ করার চেষ্টা করে।

কিন্তু এর পরও তারা মুনাফিকী চরিত্র ফুটিয়ে তোলে ফলে তাদের অন্তরে যা নিহিত রয়েছে তার বিপরীত নিজেদের মুখে বলে এবং তাদের অন্তরে তা-ই গোপন করে যা তারা অন্যের

সামনে প্রকাশ করে না। আর তারা বলে যে, "যার নিকট 'তুকইয়া' তথা মুনাফিকী নেই তার কোন দ্বীন-ধর্মই নেই"। অতএব ভ্রাতৃত্ব ও শরীয়তের প্রতি তাদের ভালবাসার ভ্রান্ত দাবী কবুল করা হবে না। কেননা মুনাফিকী করাই হচ্ছে তাদের নিকট ধর্মীয় বিশ্বাস, যা কুরআন সুন্নাহর স্পষ্ট বিরোধি। আল্লাহ্ তাদের সর্ব প্রকার অনিষ্ট থেকে আমাদের হেফাযত করুন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম।[১]

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশীস্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ্ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার আবাস হল জাহান্নাম। আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়িদাহ্—৭২)

[১]. মুহতারাম শায়খ এর নিটক ১৪১৪ হিজরী সনে রাফেযীদের সাথে আচরণের বিধান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি উক্ত ফাতাওয়া দেন। প্রসঙ্গক্রমে আমি একথা বলতে চাই যে, শুধুমাত্র শায়খ আবদুল্লাহ্ বিন জিবরীন (রাহেমাহুল্লাহ) রাফেযীদেরকে সরাসরি ফাফের বলতে একটু ইতস্তত: বোধ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে সালাফে সালেহীন ও পরবর্তী আলেমগণ তাদের নিকট দলীল প্রমাণ পেশ করার পরও তা তারা অস্বীকার করার কারনে তাদেরকে কাফের ফাতাওয়া দিয়েছেন।

ধারনাপ্রসূতঃ সূরা "আল বেলায়াহ্"

ফাসলুল খেতাব নামক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ

হে মু'মিনগণ! তোমরা ঈমান আনয়ন করো দুই নুরের প্রতি, আমি তাদের দুজনকে অবতীর্ণ করেছি, তারা তোমাদের নিকট আমার আয়াত তেলাওয়াত করবে। মহা কঠিন দিবসের আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে তারা সতর্ক করবে। দুই নুর একে অপরের অংশ আর আমি সর্ব শ্রোতা ও সর্ব জ্ঞাতা। নিশ্চয় যারা আয়াত সমূহে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গিকার পূর্ণ করে তাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নেয়ামত পূর্ণ জান্নাত। ঈমান আনার পর যারা অঙ্গিকার ভঙ্গ করে ও রাসূলকে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করে তারা (জাহিম) জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যারা নিজেদের নফসের উপর যুলুম করেছে এবং রাসূলের অছীর (অছীয়তকৃত ব্যক্তি) না ফরমানী করেছে তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি পান করানো হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি যিনি আসমান ও যমীনকে যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে আলোকিত করেছেন এবং ফেরেশ্তাদের মধ্য হতে বাছাই করেছেন ও মু'মিনদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা-ই করেন, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি পরম করুনাময় অতীব দয়ালু। তাদের পূর্বের যারা তাদের রাসূলদের সাথে চক্রান্ত করেছে তাদের ঐ চক্রান্তের কারনে তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে, নিশ্চয় আমার পাকড়াও বড় কঠিন ও ব্যাথা দায়ক।

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আ'দ ও ছামুদ জাতিকে তাদের কৃত কর্মের কারণে ধ্বংস করেছেন এবং তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তারপরও কি তোমরা ভয় করবে না?

ফেরাউন মুসা ও তার ভাই হারুনের প্রতি যে অত্যাচার করেছিল সে কারনে তাকে ও তার অনুসারীদেরকে নদী গর্ভে ডুবিয়ে

দিয়েছি, যেন তোমাদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে। অথচ তোমরা অধিকাংশই ফাসেক।

নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ তাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন অত:পর যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে তখন তারা কোনই জবাব দিতে সক্ষম হবে না। নিশ্চয় জাহান্নামই হবে তাদের আসল ঠিকানা, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার সতর্ক বাণী পৌঁছিয়ে দাও, তারা অচিরেই জানতে পারবে। যারাই আমার আয়াত ও হুকুমকে অস্বীকার করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তেমনিভাবে যারা আপনার অঙ্গিকার পূর্ণ করেছে তাদেরকেই নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত দ্বারা পুরস্কৃত করেছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল মহান পুরস্কার দাতা।

আর নিশ্চয় আলী রাযিআল্লাহু আনহু মুত্তাকীদের অন্তর্ভূক্ত, আমি অবশ্যই কিয়ামত দিবসে তার পূর্ণ হক আদায় করব। আমরা তার প্রতি অত্যাচারের বিষয়ে গাফেল নই। আর আপনার পরিবারের সকলের মধ্যে তাকেই সম্মানিত করেছি। কেননা সে ও তার পরিবারবর্গ ধৈর্যশীল আর তার শত্রুরা হচ্ছে; গোনাহগার ও পাপাচারীদের ইমাম তথা সরদার।

যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে তাদের বলুন! তোমরা দুনিয়ার জীবনে দ্রুত শোভা বর্দ্ধন চেয়েছ এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা তোমরা ভুলে গেছ এবং অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছ অথচ ইতোমধ্যেই তোমাদের জন্য কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করেছি যেন তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হও।

হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তোমার নিকট আমরা স্পষ্ট আয়াত সমূহ নাযিল করেছি, কে মু'মিন হয়ে মৃত্যু বরণ করবে ও তোমার মৃত্যুর পর কে তার স্থলাভিষিক্ত হবে তাতে তা

স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে। অতএব তাদের থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও কেননা তারাতো বিমুখ রয়েছে। আমরা সেই দিন তাদেরকে উপস্থিত করব যেদিন কোন কিছুই তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারবে না এবং তাদের প্রতি কোন রহমও করা হবে না। তাদের জন্যই রয়েছে জাহান্নাম সেখান থেকে সরে যাওয়ার কোনই উপায় নেই।

অতএব তোমার রব্বের নামের প্রশংসা কর এবং তার জন্য সিজদাকারী হও। আর মুসা ও হারুনকে প্রেরণ করেছি তারা হারুনের সাথে বিদ্রোহ করে অত:পর তিনি ধৈর্য ধারন করেন ফলে তাদের মধ্য হতে অনেককেই বানর ও শুকর এ রূপান্তরিত করেছি এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর লা'নত করেছি। অতএব ধৈর্য ধারন করুন তারা অচিরেই দেখবে। পূর্ববর্তী রাসূলদের ন্যায় তোমাকেও হুকুম দিয়েছি এবং তোমার জন্য তাদের মধ্য হতে একজন ওছী (ওছীয়তকৃত ব্যক্তি) নির্ধারণ করেছি যেন তারা ফিরে আসে। আর যে আমার নির্দেশ হতে বিমুখ হবে আমি-ই তাকে ফিরিয়ে আনব, তাদের কুফরীর মাধ্যমে কিছু আনন্দ উপভোগ করুক, অতএব অঙ্গিকার ভঙ্গকারীদের ব্যাপারে তুমি কিছুই জিজ্ঞেস করো না।

হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যারা ঈমান এনেছে তাদের কাঁধে তোমার জন্য অঙ্গিকার রেখেছি অতএব সেই অঙ্গিকার গ্রহণ কর ও শোকর গোজারদের অন্তর্ভূক্ত হও। নিশ্চয় আলী রাযিআল্লাহু আনহু রাতের বেলায় বিনিতভাবে সিজদাকারী, সে পরকালকে ভয় করে এবং তার রব্বের প্রতিদান কামনা করে। বলুন! যারা আমার আযাব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও অত্যাচার করে তারা কি ঐ বরাবর হতে পারে? আমি অচিরেই তাদের গলদেশে রশি পেঁচিয়ে দেব তখন তারা নিজেদের কর্মের ফলে আত্ম অনুশোচনা করবে। আমরা অবশ্যই তোমাকে তার

সৎ সন্তান সম্পর্কে শুভ সংবাদ দিয়েছি। আর তারা আমাদের নির্দেশের ব্যতিক্রম করে না।
অতএব কিয়ামত পর্যন্ত তাদের জীবিত ও মৃত সকলের উপর আমার রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আর যারা আপনার পরে তাদের উপর আমার অসন্তোষ কামনা করে তারাতো নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্থ কাওম। যারা আমার ঐ রহমত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নীতির অনুসরণ করে তারা সর্বাবস্থায় শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে।
সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য।"[১]

[১]. এটি-ই হচ্ছে তাদের ধারনাপ্রসূত: সূরা আল বেলায়াহ্, "ফাসলুল খেতাব ফী এছবাতে তাহরীফে কিতাবি রাব্বিল আরবাব" নামক গ্রন্থ হতে সংকলিত। আল্লাহ্ যে কিতাব নিজে সংরক্ষনের দায়িত গ্রহণ করেছেন সেই চ্যালেঞ্জ যেন পাঠক মহল তাদের নিকট পেশ করতে পারেন সেজন্যই উক্ত সুরাটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হল।

ধারনাপ্রসূত: "লাওহে ফাতেমা"

এটি এমন এক কিতাব যা মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহর পক্ষ হতে তার নবী, তার নুর, তার রাষ্ট্রদূত, তার পর্দা ও তার দালীল (পথ প্রদর্শক) মুহাম্মাদ এর নিকট জিবরিল আমীনের মাধ্যমে অবতীর্ন হয়।

হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার নাম সমূহের বড়ত্ব ঘোষনা কর, আমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর এবং আমার বড়ত্ব ও মহত্বকে অস্বীকার করবে না, নিশ্চয় আমি-ই আল্লাহ্ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ তথা মা'বুদ নেই আমি প্রতাপশালীদের প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং অত্যাচারিতদের প্রতিদান দানকারী, আমি-ই দ্বীন নির্ধারণকারী, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই।

অতএব যে আমার ফযিলত ছাড়া অন্যের ফযিলত আশা করবে এবং আমার ইনসাফ ছাড়া অন্যের ইনসাফের ভয় করবে আমি তাকে এমন আযাব দেব যা পৃথিবীর আর অন্য কাউকে দেইনি। সুতরাং আমারই এবাদত কর এবং আমার উপরই ভরসা কর। আমি যে নবী-ই প্রেরণ করেছি তারই সময় ও মেয়াদ পূর্ণ করেছি এবং তার জন্য একজন অছী নির্ধারণও করেছি। আর আমি তোমাকে সমস্ত নবীর উপর ফযিলত তথা প্রাধান্য দিয়েছি এবং সমস্ত অছীর উপর তোমার অছীর ফযিলত তথা প্রাধান্য দিয়েছি। আমি তোমার পৌত্রদ্বয় হাসান ও হুসাইন দ্বারা তোমাকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছি, আমি হাসানকে তার পিতার মৃত্যুর পর আমার ইলমের খনি নির্ধারণ করেছি। হুসাইনকে আমার ওহীর ধনভান্ডার নির্ধারণ করেছি, শাহাদাতের মাধ্যমে তাকে মর্যাদাবান করেছি এবং সৌভাগ্যের সাথে তার সমাপ্তি ঘটিয়েছি। সেই তো ঐ শহীদ যার দ্বারা শহীদদের

মর্যাদা বৃদ্ধি করেছি। তার সাথেই আমার পূর্ণ কথা নির্ধারণ করেছি এবং তার নিকটেই আমার পরিপূর্ণ দলীল-প্রমাণ রয়েছে। তার সম্মানের মাধ্যমেই আমি পূণ্য দান করি এবং শাস্তিও দিয়ে থাকি। তাদের মধ্যে প্রথম হলেন আলী, আবেদীনদের সরদার ও পূর্ববর্তী আমার ওলীদের সৌন্দর্যকারী, আর তার পুত্র তার প্রসংশিত দাদা মুহাম্মাদ আল বাকের সাদৃশ হচ্ছে আমার ইল্‌ম ও আমার হিকমতের খনি।

জা'ফার এর ব্যাপারে সন্দিহানরা অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে, তাকে প্রত্যাখ্যান করা আলীকে প্রত্যাখ্যান করার ন্যায় (শামিল)। আমার পক্ষ হতে এ কথা সত্য নির্গত হয়েছে যে, জা'ফার এর পরকাল সম্মানিত করব এবং তার পরিবার-পরিজন, অনুসারী, সাহায্যকারী ও ওলীদের মাঝে তাকে আনন্দিত করব।

এরপর আমার বান্দা মুসাকে কঠিণ গভীর ফিৎনা দেয়া হয়েছে কেননা আমার বিধান খন্ডন হয় না ও আমার দলীল-প্রমাণ গোপন হয়না, আর আমার ওলীগণকে পরিপূর্ণ গ্লাসে পান করানো হবে। ঐ ওলীদের মধ্য হতে কোন একজনকেও যদি কেউ অস্বীকার করে তবে সে আমার নে'য়ামতকেই অস্বীকার করে।

আর যে ব্যক্তি আমার কিতাবের একটি আয়াত পরিবর্তন করে সে যেন আমার উপর মিথ্যারোপ করে।

আমার ওলী ও সাহায্যকারী আলীর ব্যাপারে আমার বান্দা ও দোস্ত মুসার সময় শেষ হওয়ার সময় যারা ইচ্ছাকৃত মিথ্যারোপ ও বাড়াবাড়ি করেছিল তাদের জন্য অয়েল নামক শাস্তির স্থান। আর যার উপর আমি নবুওয়াতের পোষাক (জুব্বা) অর্পন করি একজন অত্যধিক চতুর অহংকারী শয়তান তাকে হত্যা করে

এবং যেই মদীনা আমার নেক বান্দা বানায় সেই শহরে আমার দুই নিকৃষ্ট সৃষ্টির পাশে তাকে দাফন করা হয়।

আমার কথা সত্য, তারপর তার এলমের উত্তরাধিকারী তার সন্তান ও তার খলিফা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে আমি অবশ্যই তাকে নির্দেশ করব। সেই আমার এল্ম তথা জ্ঞান, আমার গোপনের স্থান, আমার সৃষ্টির উপর অকাট্য প্রমাণ অতএব যে বান্দাই তার প্রতি ঈমান আনে তার জন্য একমাত্র জান্নাতই ঠিকানা নির্ধারণ করি এবং আহলে বায়তের মধ্যে যাদের জাহান্নাম ওয়াজিব হয়েছিল তাদের মধ্য হতে সত্তর জনকে সুপারিশ করার সুযোগ দেই। তার সন্তান ও আমার ওলী এবং সাহায্যকারী আলীর সৌভাগ্যের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটাব।

আমার সৃষ্টির মধ্যে আমার ওহীর উপর সে সাক্ষি। তার থেকেই আমার রাস্তায় দাওয়াত দাতা (দাঈ) ও আমার এলমের ধন-ভান্ডার হাসানকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ নির্গত করব এবং এটা তার সন্তানের মাধ্যমে পূর্ণ করব। অত:পর আমার ওলীকে তার যুগে লাঞ্ছিত করা হবে এরপর তারা হত্যা করবে, আগুনে জ্বালিয়ে দিবে এবং ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। তাদের রক্তে যমীন রঞ্জিত হবে তাদের নারীদের মাঝে অপমান ও লাঞ্ছনা বিস্তার লাভ করবে। ওরাই আমার প্রকৃত ওলী তাদের মাধ্যমেই গভীর ফেৎনা দুর করব, ভূমি কম্পন অবস্থা দেখব এবং উর্ধ মূল্য দুর করব। তাদের উপরই তাদের রব্বের পক্ষ হতে রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক, ওরাই তো আসল হেদায়েত প্রাপ্ত।

আবদুর রহমান বিন সালেম বলেন, আবু বাসির বলেন, তোমার যুগে যদি এটা ব্যতীত আর কোন হাদীস নাও শোন তবুও এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।[১]*

"বলুন! আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র, আমার প্রতি ওহী বা প্রত্যাদেশ করা হয় যে, তোমাদের মা'বুদই একমাত্র মা'বুদ।" (সুরা কাহফ-১১০)

[১].আল কুলাইনী: আল কাফী: (১/৫২৭), আল কাশানী: আল ওয়াফী লিল ফাইয ২/৭২, ও ইবনে বাবওয়াইহ্ আল কুম্মী: ইকমালুদ-দ্বীন-৩০১-৩০৪, ও আবি আলী আত-তাবরাসী: এ'লামুল অরা-১৫২।

* রাফেযী শী'আরা দাবী করে যে, লাওহে ফাতেমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পর জিবরাইল আমীন ফাতেমার নিকট নিয়ে আসে। জিবরাইল আমীন ফাতেমার নিকট যা বলতেন তা আলী ﷺ লিপিদ্ধ করতেন। (আল কুলাইনী তার আল কাফী নামক গ্রন্থে অনুরূপই উল্লেখ করেন ১/২৪০-২৪১) এটা মিথ্যা এবং এরূপ দাবী বড় মিথ্যারোপ। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের সাথে সাথেই ওহী বন্ধ হয়ে গেছে। তথাপিও ঐ ধারণাপ্রসূত: মিথ্যা মুসহাফ তাদের নিকট কুরআনের ন্যায় মর্যাদা সম্পন্ন।

আবু বকর ও ওমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) এর উপর বদ দু'আ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পরম করুনাময় অতীব দয়ালু মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও তার বংশধরের উপর শান্তি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশের দুই প্রতিমা ও তাগুত যারা তোমার নির্দেশ অমান্য করেছে এবং তাদের কন্যাদ্বয়ের উপর লা'নত তথা অভিসম্পাৎ কর। এরা দুজন তোমার ওহী এনকার (অস্বীকার) করেছে, তোমার নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ হয়েছে ও তোমার রাসূলের নাফরমানী করেছে, তোমার সম্মান ও মহত্বকে অস্বীকার করেছে এবং তোমার বিধানকে লুপ্ত করেছে। তোমার ফরযসমূহকে বাতিল করেছে ও তোমার আয়াতের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করেছে। তোমার ওলীদের সাথে শত্রুতা করেছে ও তোমার শত্রুদের সাথে মিত্রতা করেছে এবং তোমার দেশকে খারাপ করেছে ও তোমার বান্দাদেরকে নষ্ট করেছে।

হে আল্লাহ্! ঐ দু'জন ও তাদের অনুসারী, অভিভাবক, দলভূক্ত অনুসারী ও তাদের প্রিয় ব্যক্তিদের লা'নত কর। তারা দু'জন নবী গৃহকে নষ্ট করেছে ও গৃহের দরজা প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করেছে এবং ছাদ ধংস করেছে। গৃহের উপর নীচ ও ভিতর বাহির সব এলোমেলো করেছে। তাঁর পরিবার ও সাহায্যকারীকে সমূলে শেষ করেছে, তাঁর সন্তানদেরকে হত্যা করেছে। তাঁর ওছীয়তকৃত ব্যক্তি ও তাঁর এলমের উত্তরাধিকারীকে তাঁর মেম্বার থেকে খালী করেছে অর্থাৎ দুরে রেখেছে ও তাঁর ইমামতকে অস্বীকার করেছে এবং তাদের রব্বের সাথে শির্ক করেছে। অতএব তাদের গোনাহের পরিমাণ বেশী করে দাও এবং তাদেরকে সাকার নামক জাহান্নামে স্থায়ী কর, তুমি কি জান

সাকার কি? তা তাদেরকে জীবিতাবস্থায় রাখবে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবে না।

হে আল্লাহ্! তারা যে গর্হিত কাজ করেছে, প্রকৃত হক গোপন করেছে, মুনাফিকের ন্যায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যারা তাকে কষ্ট দিয়েছে, তাকে অস্বীকারকারীকে আশ্রয় দিয়েছে, তাকে যারা সত্য বলে বিশ্বাস করে তাদেরকে যারা দুরে ঠেলে দিয়েছে, তারা কাফেরের ন্যায় সাহায্য করেছে, ইমামকে তাচ্ছিল্য করেছে, ফরযকে পরিবর্তন করেছে, সাহাবীদের কথাকে এনকার করেছে, অনিষ্ট করেছে, হত্যা করেছে, কল্যাণকে পরিবর্তন করেছে, কুফর স্থাপন করেছে, মিথ্যা প্রবর্তন করেছে, অধিকার বঞ্চিত করেছে, ফাই (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) বিচ্ছিন্ন করেছে, হারাম ভক্ষণ করেছে, যাকাতের মাল হালাল মনে করেছে, বাতিলের ভিত্তি স্থাপন করেছে, দু:শাসনের বিস্তার ঘটিয়েছে, নিফাকী গোপন করেছে, গাদ্দারী করেছে, অত্যাচার ছড়িয়ে দিয়েছে, অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছে, আমানতের খেয়ানত করেছে, ওয়াদা ভঙ্গ করেছে, হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করেছে, পেট ফেঁড়েছে, গর্ভস্থ সন্তানের অকাল গর্ভপাত ঘটিয়েছে, পাঁজরের হাড় ভেঙ্গেছে, দলীল পত্র টুকরা টুকরা করেছে, ঐক্য বিনষ্ট করেছে, সম্মানিতকে অসম্মানী ও অসম্মানীকে সম্মান দিয়েছে, অধিকার বঞ্চিত করেছে, ইমামের ব্যতিক্রম করেছে এ সমস্ত অন্যায়কারীর সমপরিমাণ লা'নত তাদের উপর বর্ষণ কর।

হে আল্লাহ্! তারা যে সকল আয়াত পরিবর্তন করেছে, যে ফরয তরক করেছে, সুন্নাত বিকৃত করেছে, বিধানাবলী অকেজো করেছে, নির্ধারিত ফিস সমূহ কর্তন করেছে, অছীয়ত পরিবর্তন করেছে, নির্দেশাবলী অসাড় করেছে, বায়'আত ভঙ্গ করেছে, সাক্ষ্য সমূহ গোপন করেছে, বহু দাবী বাতিল করেছে, প্রকাশ্য

দলীল প্রমাণ অস্বীকার করেছে, বহু হিলা-বাহানার আবিস্কার করেছে, খেয়ানতের অবতারনা করেছে, বহু সাজা অতিক্রম করেছে, যে যুদ্ধ যান পরিচালনা করেছে এবং যে সৌন্দর্য তারা অবলম্বন করেছে তাদেরকে এসবের পরিমাণ লা'নত কর।

হে আল্লাহ্! তাদেরকে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় স্থায়ীভাবে অসংখ্য লা'নত কর, যে সংখ্যার কোন শেষ নেই, যে সময়ের কোন সমাপ্তি নেই। অনুরূপভাবে তাদের সঙ্গি-সাথী, সাহায্যকারী, তাদেরকে যারা ভালবাসে, তাদের দোস্ত আহবার, তাদের প্রতি আত্ম সমর্পনকারী, তাদের নিকট যাঞ্চাকারী, তাদের পাখায় ভর করে বিচরণকারী, তাদের দলীলের প্রবক্তা, তাদের কথার আনুগত্যকারী এবং তাদের বিধান সত্যায়নকারীদের প্রতিও তুমি লা'নত বর্ষন কর।

(চারবার বল) হে আল্লাহ্! তুমি তাদেরকে এমন কঠিন আযাব দাও যে আযাব থেকে বাঁচার জন্য জাহান্নামবাসীরাও ফরিয়াদ করে, কবুল কর হে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক।

(অত:পর চারবার বল) হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরের প্রতি শান্তি বর্ষন কর।

অত:পর হে আল্লাহ্! তোমার হারাম থেকে আমাকে বাঁচিয়ে তোমার হালাল দ্বারা আমাকে সচ্ছলতা দান কর এবং অভাবগ্রস্থতা থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

হে আমার প্রভু! আমি আমার নফসের উপর যুলুম করেছি আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি প্রদান করছি, আমি তোমার সামনেই রয়েছি। অতএব আমার নফস থেকে তোমার সন্তুষ্টি গ্রহণ কর, আমার সন্তুষ্টি তোমার জন্যই। আমি আর অন্যায়ের প্রতি ফিরে আসব না, যদি আবার ফিরে আসি তবে তুমি আমাকে ক্ষমা করবে। আর ক্ষমাতো তোমারই হাতে। হে আরহামুর রাহেমীন,

তোমার দয়ায়, তোমার অনুগ্রহে, তোমার সম্মানে এবং তোমার উদারতায় আমাকে মাফ কর।

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই লোক অধিক সম্মানিত যে লোক অধিক মুত্তাক্বী..." (সূরা হুজুরাত-১৩)

উপসংহার

সম্মানিত মুসলিম মিল্লাত! উপরোক্ত আলোচনায় আশা করি আপনি আমার সাথে ঐক্যমত পোষন করবেন যে, যারা এরূপ বাতিল ধর্ম বিশ্বাস অবলম্বন করে তারা মুসলিম নয় যদিও তারা মুসলিম দাবী করে। অতএব বিশেষ করে তারা মুসলমানদের মধ্যে তাদের শী'আহ্ ধর্মীয় বিশ্বাস ছড়িয়ে দেয়ার জন্য যে চেষ্টা করছে এমতাবস্থায় আপনি একজন তাওহীদবাদী মুসলিম হিসেবে ঐ রাফেযীদের ব্যাপারে আপনার কি ভূমিকা হতে পারে?

আপনার দায়িত্ব হচ্ছে, এদের থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা এবং তাদের সাথে সব ধরনের (মো'আমালাহ্) লেনদেন ছিন্ন করা।

আল্লাহকে রব্ব হিসেবে ঈমান পোষনকারী, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণকারী ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী ও রাসূল হিসেবে মান্যকারী প্রত্যেক তাওহীদবাদী মুসলিমের ঐ শত্রুদের ঘৃণ্য বিশ্বাস থেকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ্ বলেন, "একজন রাফেযী যার সাথেই মেলামেশা করে তার সাথেই মুনাফিকি প্রকাশ করে। কেননা তার অন্তরে যে ধর্মীয় বিশ্বাস পোষন করে তা হচ্ছে; মানুষের সাথে ধোকাবাজী, প্রতারণা, অনিষ্ট করার ইচ্ছা ও মিথ্যার উপর ভিত্তি করে বাতিল ধর্ম বিশ্বাস। এই রাফেযী কখন আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে কোন অনিষ্ট ও ক্ষতি করার সুযোগ পেলেই তা করে বসে। তাকে যে না চেনে তার নিকট সে অতি অতি ঘৃণিত, তাকে দেখে যদি রাফেযী হিসেবে চেনা নাও যায়

তবুও তার কথার সুরে ও চেহারায় মুনাফিকী চরিত্র ফুটে উঠে।"[১]

নিশ্চয় তারা তাদের অন্তরে আমাদের বিরুদ্ধে হিংসা বিদ্বেষ পোষন করে, আল্লাহ্ তাদের ধংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে?

এত কিছুর পরও সাধারণ কিছু আহলে সুন্নাতের লোককে দেখা যায় যে, তারা ঐ রাফেযীদের ধোকায় পড়ে জীবন পরিচালনার বিষয়ে তাদের সাথেই একাকার হয়ে গেছে, ফলে তাদেরকেই নির্ভরযোগ্য মনে করছে। এসবের কারন হচ্ছে; আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া ও তার তাওহীদবাদী মুসলিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা এবং কাফের অথবা মুশরিক থেকে বিরত না থাকা (শত্রুরূপে চিহ্নিত না করা) এর বিধানাবলী সম্পর্কে অবহিত না হওয়া। অর্থাৎ এই আক্বীদা বিশ্বাসের প্রতি আমল না করা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকেই আমরা মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব অনুধাবন করতে পারি। অতএব কে এই আহ্বানে সাড়া দেবে?

সর্ব শেষে মহান আল্লাহর নিকট এই ফরিয়াদ করি তিনি যেন তাঁর দ্বীনের মদদ করেন, তাঁর কালেমাকে বুলন্দ করেন এবং রাফেযী ও শী'আদেরকে অপমানিত করেন ও তাদেরকে মুসলিমদের জন্য গনিমত করেন।

---

[১]. ইবনে তাইমিয়াহ: মিনহাজুস্সুন্নাহ্ নাবাবিয়াহ্-(৩/৩৬০)

من عقائد الشيعة

تأليف

عبد الله بن محمد السلفي

ترجمة

محمد عبد الحي بن شمس الحق